দারসে কুরআন সিরিজ-১৫

নাজাতের সঠিক পথ

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১৫

নাজাতের সঠিক পথ

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

নাজাতের সঠিক পথ

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল

তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৯২ ইং

ত্রিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ

আল-আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৪০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

প্রথম অধ্যায়

নাজাতের সঠিক পথ

নাজাত সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা — ৫
মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান — ১০
সুন্নাত তরীকা — ১২
সুন্নাত তরীকার গতিপথ — ১৪
মানুষ কেন রাসূলের শত্রু হলো — ১৮
রাসূল কেন মার খেলেন — ১৯
বর্তমান যুগে আল্লাহ্ বিশ্বাসের ধরন — ২১
ইসলামী জীবনে জিহাদের যৌক্তিকতা — ২৫
সাধারণ মুসলমানদের মনের অবস্থা — ২৮
আলেম সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততার কারণে — ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্যাণের সঠিক পথ

পরকালীন জীবনে সফলতা কিসে? — ৩১
কেমন দল করব? — ৩৪
পরিশিষ্ট — ৫৩

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ঈমানদার প্রতিটি মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের জিজ্ঞাসা যে ইহ এবং পরকালে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যাবে। এ কারণে তারা বিভিন্ন রাস্তা খুঁজে হন্নে হয়ে। এ সময় যে-ই তাদের পথ দেখায় তাকেই তারা বিশ্বাস করে এবং সে পথকেই সঠিক ভেবে চলতে থাকে। তাদের এ সরলতার সুযোগে কোন স্বার্থপর ষড়যন্ত্রবাজ তাদেরকে ভ্রান্ত পথেও নিয়ে যেতে পারে কিংবা নিজেও পথ ভুল করে ভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যেতে পারে। তবে সঠিক পথ চিনার উপায় কি? এ বিষয়ে লেখক যে দিকদর্শন দিয়েছেন তাই অত্র বইতে অতি সংক্ষেপে যুক্তি প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটির তৃতীয় সংস্করণে "কল্যাণের সঠিক পথ" নামে আর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। সুধী পাঠকগণ বইটি পড়ে নাজাত ও কল্যাণের সঠিক পথ পেলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

প্রকাশক

১৫-১-১৯৯২ইং

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নাজাতের সঠিক পথ

নাজাত সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ধারণা

আমরা একই নবীর উম্মত ও একই কুরআন হাদীসের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও পরকালের নাজাতের সঠিক পথ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বহু প্রকার ধারণা রয়েছে যা প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। যেমন–

(১) আমরা কেউ মনে করি–ভাগ্যভাল যে অমুক পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হতে পেরেছি, ফলে নাজাতের একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

(২) কারও বা ধারণা, ভাগ্য ভাল যে পীর মুরিদীর খপ্পরে পড়িনি।

(৩) কেউ মনে করি আল্লাহর লাখো শুকরিয়া যে তাবলীগের সন্ধান পেয়েছি ফলে নাজাত মিলতে পারে।

(৪) কারও বিশ্বাস–আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী যে তাবলীগের খপ্পরে পড়ে ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জালে আটকে পড়িনি।

(৫) কারও ধারণা– এদেশে দেওবন্দী আলেম ছাড়া আর কেউ আলেমই নয় এবং দেওবন্দী ওলামার একটা গ্রুপও মনে করেন যে একমাত্র তাঁরাই এলেমের উত্তরাধিকারী। আলীয়ার আলেম কোন আলেমই নয়।

(৬) কারও বা ধারণা– হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতের একটা গ্রুপ যেমন গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে আমাদের নবী করীম (সাঃ) কে মানতে পারেনি, ঠিক তেমনই দেওবন্দী ওলামার একটা দল (সবাই নয়) একমাত্র গোঁড়ামীর কারণেই সত্যিকারের দ্বীনকে মেনে নিতে পারছেন না। তারা ইসলামী অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতাদর্শ মেনে নিচ্ছেন।

এ সবই আমাদের পরস্পর বিরোধী ধারণা।

পরস্পর বিরোধী ধারণা হলেও যার যার ধারণায় তিনি মোখলেস। যিনি ভুল ধারণা করেছেন তিনি এখলাসের সঙ্গেই তা করেছেন। এরা প্রত্যেকেই

www.pathagar.com

যার যার নিজের ধারণাকে সঠিক বলে মনেকরেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একই অংকের যেমন একাধিক উত্তরের সব ক'টিই ঠিক হতে পারে না তেমন একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক ধারণার সব ক'টিই নির্ভুল হতে পারে না। তবুও যদি এমন হত যে, ভুল করলে এবং ভুলের উপর কায়েম থাকলে আল্লাহ মাফ করবেন বলে গ্যারান্টি রয়েছে তবে কোন কথা ছিলনা। কিন্তু তেমন কোন গ্যারান্টি কুরআন হাদীসে নেই। বরং রয়েছে যে "আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়।" তাই দেখা যায় কেউ ভুল করে ঔষধ মনে করে এনড্রিন খেয়ে ফেললে সে নেক নিয়তের কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যেমন–ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার মুশরিকদের অনেকে এখলাসের সাথেই রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। তারা মনে করতো বাপদাদার আমল হতে চলে আসা ধর্মের মধ্যেই রয়েছে সত্য নিহিত। তারা আল্লাহকে স্বীকার করতো এবং কা'বা গৃহ যে আল্লাহরই ঘর তাও মানতো। আর মনে করতো আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ একটা নতুন ফেতনা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। সে পিতৃপুরুষের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে, সে বেদ্বীন হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)। তাই মক্কার মুশরিকদের অনেকেই রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে রওয়ানা করার প্রাক্কালে কা'বা গৃহের প্রাচীর বা গেলাফ ছুঁয়ে অনুনয় ও বিনয় সহকারে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিল– আল্লাহ! মোহাম্মদ তোমার দ্বীন ছেড়ে নতুন ফেতনার সৃষ্টি করছে, তাকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি। আমরা যদি সঠিক পথে থেকে থাকি তবে আমাদের বিজয় দিও। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (সা) এর ঘোর দুশমনি যারা করেছে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বহু সাহাবাকে শহীদ করেছে, রাসূলের দান্দান মোবারক শহীদ করে তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত করেছে তারা এখলাসের সাথেই ভুল করেছিল। আর এজন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখলাস থাকার কারণে তারা রেহাই পাবেনা। যেমন এখলাসের সাথে এনড্রিন খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই কিছু মোখলেস দ্বীনদারদের নেক নিয়তে ভুল করার কারণে নাজাত মিলবে বলে মনে হয় না। এবার আসুন কুরআন হাদীসের আলোকে বিচার করে দেখি যে ধারণা কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

www.pathagar.com

নাজাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ * تُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَا هِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَ مْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

- الصف - ١١-١٠

অনুবাদ ঃ হে বিশ্বাসীগণ, আমি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের কথা কি বলব যার দ্বারা তোমরা পরকালের কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত পেতে পারবে? (তবে শোন তা হচ্ছে এই যে) আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে (আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর রাস্তায় বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে বা সংগ্রামে লিপ্ত হবে। যদি তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর তাহলে বুঝবে যে এইটাই তোমাদের জন্যে উত্তম এবং নাজাতের সঠিক পথ। আস-সফ ঃ ১০-১১

শব্দার্থ ঃ يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ ওহে তোমরা যারা। اٰمَنُوْا -বিশ্বাস করছে। هَلْ اَدُلُّكُمْ– বলব কি তোমাদের? عَلٰى –উপরে। تِجَارَةٍ –ব্যবসায়। عَلٰى تِجَارَةٍ -- (এমন) ব্যবসা সম্পর্কে। تُنْجِيْكُمْ – (যে) নাজাত দেবে তোমাদেরকে। مِنْ –হতে। عَذَابٍ اَلِيْمٍ – যন্ত্রনাদায়ক আজাব। تُؤْمِنُوْنَ– তোমরা বিশ্বাস করবে। وَتُجَاهِدُوْنَ – এবং তোমরা জিহাদ করবে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ – আল্লাহর রাস্তায়। بِاَمْوَا لِكُمْ - তোমারদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। وَاَنْفُسِكُمْ – এবং তোমাদের জান দিয়ে (আরবীতে ب দ্বারা, দিয়া সহ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।) ذٰلِكُمْ – ইহা তোমাদের জন্য। خَيْرٌ لَّكُمْ –তোমাদের জন্য খুবই উত্তম। اِنْ –

www.pathagar.com

যদি। كُنْتُمْ – তোমরা হও। এখানে كُنْتُمْ – এর বাংলা অনুবাদে হও কথা উহ্য থাকবে। تَعْلَمُوْنَ – তোমরা বুঝ বা জান।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِا للّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ * الحجرات – ١٥

অনুবাদ : অবশ্য তারাই মোমেন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মনে আর কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করে, তারা অর্থ সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তাঁরা হচ্ছে তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। আল-হুজুরাত ঃ ১৫

শব্দার্থ ঃ اِنَّمَا – অবশ্যই। اَلْمُؤْمِنُوْنَ – বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – যারা ঈমান এনেছে। بِاللّٰهِ – আল্লাহর প্রতি। وَرَسُوْلِه – তাঁর রাসূলের প্রতি।

لَمْ يَرْتَابُوْا – মনে কোন সন্দেহ পোষন করে না। وَجٰهَدُوْا – এবং জিহাদ করে। بِاَمْوَالِهِمْ – তাদের মাল সম্পদ দিয়ে। (এখানে بِ অর্থ দিয়ে বা সহকারে)। اَمْوَالٌ – মালের বহুবচন। هِمْ – তাদের।

وَاَنْفُسِهِمْ– এবং তাদের জান জীবন দিয়ে। আগের শব্দের পূর্বে ب আছে এই জন্য পরের اَنْفُسِهِمْ – এবং তাদের জীবন দিয়ে। আগের শব্দের পূর্বে ب আছে এই জন্য পরের اَنْفُسِهِمْ – এর পূর্বে আরেকটি ب আসেনি কিন্তু অর্থ করার সময় ب এর অর্থ আসবে। اُولٰئِكَ – তারাই। اَلصّٰدِقُوْنَ – (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান কালেমা পড়ার মাধ্যমে যে বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে থাকে সেই বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ মুক্ত ভাবে এবং মুসলমান যখন দেখবে যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা তাদের বিশ্বাস মুতাবিক নয়, তখন সেই

www.pathagar.com

অখোদায়ী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে সেখানে খোদায়ী সমাজ ব্যবস্থা বা বিশ্বাস মুতাবিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে নিজের ধন সম্পদ দিয়ে ও প্রয়োজন হলে নিজের জীবন দিয়েও তা কায়েম করার জন্যে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হয়ে যাবে। যাদের আমলের মধ্যে এরূপ অবস্থা পাওয়া যাবে তারাই তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং তারাই হচ্ছে নাজাতি মুসলমান।

যদিও এইটাই নাজাতের সঠিক পথ তবুও কি এত সহজেই আমাদের মাথায় এ পথের সন্ধান ধরা পড়বে? এর জন্যে প্রয়োজন মনকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ করা এবং আরও কিছু আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাই আসুন, কিছু আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য খানিকটা চেষ্টা করি, যেন নাজাতের পথ চিনতে ভুল না করে বসি।

সত্য বলতে কি, বর্তমান যুগের মুসলমানদের আচার আচরণ দেখে মনে হয় যেন এদের বিশ্বাস শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস সত্যই যদি সন্দেহ মুক্ত হত তাহলে এই ১১০ (একশত দশ) কোটিরও বেশি মুসলমান যে পৃথিবীতে বাস করে সে পৃথিবীর অবস্থা কি আজ এমনটি হতে পারত, যেমনটা আমরা দেখি।

বিশ্বাস সন্দেহ মুক্ত হলে আমাদের আমলের মধ্যে তার যে লক্ষণ পাওয়া যেত তার একটা উদাহরণ দেই।

আমরা শুনে থাকি, মিথ্যা বললে, চুরি করলে, অন্যের মাল 'ফাঁকি দিয়ে নিলে, পরকে ঠকালে, নামায রোজা না করলে ইত্যাদি ধরনের অনেক গোনাহের কাজ করলে দোজখের আগুনে পুড়তে হবে অনন্ত কাল পর্যন্ত। আমরা বলি যে–হ্যাঁ এ সব কথা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাস করলে আমাদের কাজটা কেমন হত তা কি হিসাব করে দেখেছি?

ধরুন, কাউকে যদি বলা হয় যে তুমি যদি ১০ মিনিট জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পার তাহলে তোমাকে দশ কোটি টাকা দেয়া হবে। বলুন, এতে কেউ রাজি হবে? আচ্ছা এতে যারা রাজী হয় না তারা দোযখের আগুনে বিশ্বাস করার পর সেই কাজ কি করে করতে পারে যে কাজ করলে আগুনে পুড়তে হবে বলে তারা মুখে বলে থাকে? এ কারণেই

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন, মুখে বললেই সে মুমেন হয়ে যায় না। তার কাজ দ্বারা প্রমাণ হতে হবে যে সে মুমেন বা তার মধ্যে সত্যিকার অর্থেই ঈমান আছে। এবার আসুন নিখুঁত ভাবে বুঝার চেষ্টা করি যে প্রকৃতপক্ষে ঈমানের তাৎপর্যটা কি এবং ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী। যার থেকে পাওয়া যাবে নাজাতের সঠিক জ্ঞান।

মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান

আল্লাহ্ পাক মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলো মূল্যবান নেয়ামত দান করেছেন যা অন্য কোন প্রাণীকে দেননি। সেই নেয়ামতগুলোর কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। যারা সে নেয়ামতগুলোর সদ্ব্যবহার করবে তারাই পাবে পরকালের নাজাতের সঠিক পথ। আর যারা তা করবে না তাদের জন্য পরকালের নাজাত নেই। (তবে আল্লাহ্ দয়ার সাগর তিনি যদি কাউকে মাফ করে দেন তবে সে ভিন্ন কথা) সে নেয়ামতগুলো হচ্ছে যথাক্রমে–

(১) জ্ঞান ঃ যার দ্বারা মানুষ বুঝে, চিন্তা করে, উপলব্ধি করে ও কথা বলে। এই জ্ঞানের কারণেই মানুষের মধ্যে রযেছে উদ্ভাবনী শক্তি, কর্মক্ষমতা, কর্মকুশলতা ও কর্মদক্ষতা। এই জ্ঞানদ্বারাই মানুষ আল্লাহ্কে চিনতে পারে ও চিনতে পারে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সঠিক পথ–যে পথে মানুষ নাজাত পাবে।

(২) বিদ্যা ঃ যে বিদ্যা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছাতে পারে ও পারে মানুষকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি-সাহিত্যিক বানাতে। আর যে বিদ্যা মানুষকে করে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বড় কারিগর। যাদের থেকে উপকৃত হয় দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ।

(৩) ধৈর্য্য ঃ যার দ্বারা মানুষ জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে পারে ও পারে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করতে। এই ধৈর্য্যই মানুষকে উন্নত জীবন গড়ার চেষ্টায় প্রভূত সাহায্য করে।

(৪) সততা ঃ যার কারণে মানুষ যার যার ন্যায্য পাওনা বুঝে পেতে পারে ও প্রত্যেকেই যার যার মৌলিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতে পারে। এই সততার কারণেই কেউ কারও হক নষ্ট করে না। যদি সত্যিকারের সততা বিদ্যমান থাকে।

www.pathagar.com

(৫) দয়া মায়া ও মমতা ঃ যার কারণে অসহায়, উপার্জনে অক্ষম ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে ও পারে একে অপরের নিকট থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করতে। এই গুণটার কারণে যেমন পারে সন্তানগুলো লালিত পালিত হতে তেমন পারে বৃদ্ধ বৃদ্ধাগুলো উপযুক্ত সেবা পেতে। এই দয়া মায়ার কারণেই একের উপার্জিত অর্থে অন্যে শুধু লালিত পালিতই হয় না, বরং একের অর্থে অন্যে লেখাপড়া শিখে মানুষও হয়। এই গুণটির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মানব সমাজ। কিন্তু এ পাঁচটি নেয়ামতের পিছনে লেগে রয়েছে কতকগুলো শত্রু। যেগুলোকে প্রশ্রয় দিলে ঐ নেয়ামতগুলো থেকে আধা পয়সারও উপকার মিলবে না। সে শত্রুগুলো হচ্ছে–

১। জ্ঞানের শত্রু	রাগ ও গোঁড়ামি
২। বিদ্যার শত্রু	গর্ব ও অহংকার
৩। ধৈর্য্যের শত্রু	অধৈর্য্য
৪। সততার শত্রু	অতি লোভ
৫। দয়ামায়া ও মমতার শত্রু	স্বার্থপরতা

এ সব শত্রু শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর দেয়া বিশেষ নেয়ামতগুলোর বিকাশ ঘটাতে হবে নিজের মধ্যে। এর পর নিম্নোক্ত ৫টি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; যাতে হবে নাজাতিদের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক শিক্ষা। যথা–

১। আল্লাহর রাজ্যে বাস করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই হুকুম ও তাঁরই আইন মেনে চলতে হবে। জীবনের কোন অংশেও মানুষের তৈরি আইন, মানুষের হুকুম যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের খেলাফ তা মেনে চলতে পারবে না। কারণ আল্লাহ যেমন সব চাইতে বড়, তেমন তাঁর হুকুমও সব চাইতে বড়।

২। আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহে তথা তাঁর দেয়া জান-মাল তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে কাজে আল্লাহ খুশি সে কাজ করে মরলেও জীবন

www.pathagar.com

সফল। আর যে কাজে আল্লাহ্ নাখোশ সে কাজ করে সারা পৃথিবীর রাজা হলেও সে জীবন ব্যর্থ।

৩। নিজের ঈমানকে নিজের জন্যে পাহারাদার নিযুক্ত করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ দেখছেন ও তা রেকর্ড করছেন। শুধু আইন ও কড়া পাহারা মানুষকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না; তা পারে একমাত্র তার ঈমান।

৪। আল্লাহ পাক যাকে যা অর্থ বিত্ত দিয়েছেন তা-ই পেয়ে খুশি থাকতে হবে, অন্যের অর্থের প্রতি লোভ করবে না। এবং বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের জন্যে চেষ্টা ও মেহনত করতে থাকবে ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে। অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় একটি কপর্দকও হস্তগত করবে না। অতঃপর জীবন যাপন হবে সম্পূর্ণ সুন্নাত তরীকার উপর কায়েম থেকে।

সুন্নাত তরীকা

সুন্নাত শব্দের অর্থ নিয়মনীতি রীতিনীতি। আল কুরআনে যেখানে আল্লাহর সুন্নাত বলা হয়েছে সেখানে সুন্নাত থেকে বুঝতে হবে সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর নিয়ম পদ্ধতি যাকে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম বলে থাকে। আর নবীর সুন্নাত বলতে বুঝতে হবে নবী করীম (সা) এর জীবন যাপন পদ্ধতি। সুন্নাত তরীকা বলতে বুঝতে হবে নবী করীম (সা) নবুয়তির ২৩ বছরে যে পথে চলে বা যে নিয়মে কাজ করে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই নিয়মের নামই সুন্নাত তরীকা। আমরা নবী করীম (সা) এর ১৪ শত বছর পরের উম্মত, কাজেই প্রকৃত সুন্নাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিছুটা অস্পষ্ট থাকারই কথা। কারণ আমরা নবী করীম (সা) এর জীবন যাপন স্বচক্ষে দেখিনি। তা আছে কুরআন ও হাদীসে। কিন্তু আমরা তা কয়জনে পড়ে দেখেছি ও তার উপর চিন্তা গবেষণা করেছি? আমরা মনে করি যে নবী করীম (সা) যা করেছেন তা সবই বুঝি আমাদের জন্যে সুন্নাত; কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মরুভূমির দেশের লোক হিসাবে কিংবা অভ্যাসগত ভাবে যা করেছেন তা সুন্নাত নয়। যেমন তিনি ঐ যুগের লোক হিসেবে ট্রেন, মটরগাড়ি, সাইকেল ইত্যাদিতে

www.pathagar.com

ভ্রমণ করেননি উড়োজাহাজেও উঠেননি তাই বলে ওগুলো আমাদের বর্জন করা সুন্নাত হয়ে যায়নি। আর তিনি বালির উপর দিয়ে উটের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতেন সেই জন্যে আমাদেরকে সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে একটা করে উট সংগ্রহ করা ও চলার পথে বালি ছিটিয়ে নেয়া সুন্নাত হয়ে যাবে না। তিনি আল্লাহর নবী হিসেবে যা করেছেন তাই আমাদের জন্যে সুন্নাত।

আমরা সুন্নাতকে এত বেশি মহব্বত করি যে আমরা যদি কারও দাড়ি মাপে কিছুটা খাটো দেখি তবে তাকেও আমরা মনে মনে ঘৃণা করি। এটা সত্যই আমাদের বলিষ্ঠ ঈমানের লক্ষণ। কিন্তু ঈমান বলিষ্ঠ হলেও এলমী গবেষণা বলিষ্ঠ না হওয়ার কারণে অর্থাৎ ইসলামী চিন্তা ভাবনার অভাবে প্রকৃত সুন্নাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। আমরা যতটুকু বুঝি তা ঠিকই পালন করি কিন্তু যা জানিনা তা না জানার কারণেই মানতে পারি না।

আমরা যারা দাবী করি যে আমরা সুন্নাত তরীকার উপর কায়েম রয়েছি তাদের সুন্নাত শুরু হয় ঢিলা জামা ও দাড়ি-টুপি থেকে আর শেষ হয় খাবার পর কিছুটা মিষ্টি খেয়ে ডান কাঁতে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলে। কিন্তু নবী করীম (সা) এর সুন্নাত শুরু হয়েছিল হেরার গুহার নির্জন ধ্যান থেকে। আল্লাহ সম্পর্কে এই নির্জন ধ্যানই হচ্ছে নবী করীম (সা) এর প্রথম সুন্নাত। কারণ তিনি যখনই নবুয়ত পেলেন তখন তাঁকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল সেইটাই হচ্ছে তাঁর নবী হিসাবে প্রথম কাজ, কাজেই সেই কাজটাকেই বলছি প্রথম সুন্নাত। বলা বাহুল্য যাদের জীবনের প্রথম সুন্নাত এই ধ্যান থেকে শুরু হয়েছিল তারা নিজেরাও পেয়েছেন নাজাতের সঠিক পথ এবং অন্যান্যদেরকেও সে পথ দেখাতে পেরেছেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিৎ যে মুসলমানদের জন্যে প্রথমে ফরজ 'ইকরা' বা পড় আর প্রথম সুন্নাত 'চিন্তা গবেষণা'। আজ আমরা সেই প্রথম ফরজ ও প্রথম সুন্নাতকে বাদ দিয়ে নাজাতের পথ হারিয়ে ফেলেছি যার কারণে আজ আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছি এবং পরকালের নাজাতের পথও হারিয়ে ফেলেছি যার কারণে সেখানেও লাঞ্ছিত হতে হবে।

www.pathagar.com

সুন্নাত তরীকার গতিপথ

হেরার গুহার নির্জন ধ্যান থেকে যাত্রা শুরু করে সুন্নাত তরীকা চলতে রইল সামনের দিকে। ঠাট্টা-তামাশা জুলুম অত্যাচার ও চরম নির্যাতনের পথ ধরে এ রাস্তা চলে তায়েফের বাবলা বনের ভিতর দিয়ে ইট পাটকেলের আঘাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার পথ ধরে। এ রাস্তা চলে 'শীবে আবু তালেবের' পাষাণের গা ঘেঁষে–চরম নির্যাতন ভোগের পথ ধরে, চলে কত রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর বুকের তাজা রক্ত ঝরাতে ঝরাতে রাস্তাকে লালে লাল করতে করতে কত শহীদের লাশের উপর দিয়ে (সুন্নাত তরীকা) রাস্তা চলে দ্বীনের টানে সম্মুখ পানে। এ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সামনে পিছনে নজর করলে শুধু শহীদের রক্ত আর শহীদের লাশই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মিষ্টি হালুয়া রুটি ও কায়লুলার[১] সুন্নাত ঢাকা পড়ে যায় রক্তের ছায়ায়। এ রাস্তায় কোন গায়েবী অর্থ সাহায্যের গ্যারান্টি নেই ও নির্দিষ্ট কিছু দিন মেয়াদের কোন সফরেরও ইঙ্গিত নেই। এই রাস্তায় কোন সরাইখানাও নেই এবং নেই হালুয়া রুটি ও কোরমা পোলাও এর ব্যবস্থা বরং আছে দাঁত ভাঙ্গা ও মার খাওয়ার ব্যবস্থা। এ রাস্তায় কোন গাড়ি পালকি অপেক্ষা করে না, অপেক্ষা করে চরম জুলুম ও চরম নির্যাতন। (এখানে স্মরণ রাখা উচিৎ যে নবী করীম (সা) নবী হিসেবে যা করেছে ঐটা আমাদের জন্যে সুন্নাত। রুগী হিসেবে যা করেছেন বা রুগী হিসেবে যা খেয়েছেন তা আমাদের জন্যে সুন্নাত নয়। যেমন তিনি নবী হিসেবে দাঁত ভাঙ্গার রাস্তায় কাজ করেছেন, এ রাস্তায় কাজ করা আমাদের জন্যে সুন্নাত কিন্তু রুগী হিসেবে তরল খাদ্য বা হালুয়া রুটি খেয়েছেন ঐটা আমাদের দাঁত ভাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাত হবে না। অতএব এ পথ ধরে সুন্নাত তরীকা সামনে চলতে চলতে এক পর্যায়ে গিয়ে উঠে সোজা খেলাফতির গদির উপর। এ রাস্তায় খেলাফতি আছে কিন্তু ভোগ বিলাসিতা নেই, নেই কোন বিজয় উল্লাস। আছে শুধু আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি। মনে রাখতে হবে বেহেশত যেমন দামী তার রাস্তাও

১। কায়লুলা (قَيْلُوْلَةٌ) খাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রাম ও তৎসহ তন্দ্রা।

www.pathagar.com

তেমনি কঠিন। এ বেহেশত পুঁটি মাছের মূল্যে কেনা যায় না, তা কিনতে হয় জান ও মালের বিনিময়ে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ - التوبة ١١٠ -

অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের জান মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে মারে ও মরে।

(আত-তাওবা ঃ ১১০)

এইটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। তারা বোঝে যে আল্লাহর দেয়া জান-মাল যা বেহেশতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন তার উপর নিজস্ব কোন ইচ্ছা প্রয়োগ চলবে না। বেহেশত পেতে হলে সে জান-মালকে আল্লাহর মনোনীত পথে ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ - العنكبوت : ٢

মানুষ কি মনে করে যে তারা মুখে ঈমানের দাবী করলেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তারা কি পরীক্ষিত হবে না? আল-আনকাবুত ঃ ২

অতঃপর আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নেয়ার কথা ও 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে' এ কথা বলে নেয়ার পর জিজ্ঞেস করছেন যা একবার প্রথমেই বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ * تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(الصف - ١١-١٠)

www.pathagar.com

"হে বিশ্বাসীগণ! এইবার আমি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের কথা বলব কি যার দ্বারা তোমরা পরকালের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে নাজাত পেতে পারবে? (তবে শোন তা হচ্ছে এই যে) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। যদি তোমরা চিন্তা করে বোঝ তাহলে বুঝবে যে এইটাই তোমাদের জন্য (নাজাতের) সঠিক) পথ।"

অতঃপর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেন–এ কাজ করলে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মা'ফ করবেন এবং বেহেশ্ত দান করবেন। সেখানে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে আর এইটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ লাভজনক ব্যবসা। এ ছাড়া তোমরা আরও একটা লাভ পাবে যা তোমরা মনে মনে আশা কর তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও বাতিলের বিরুদ্ধে জয়লাভ। সুসংবাদ তোমাদের জন্যে যে সেটাও তোমরা পাবে। অতঃপর কায়েম হবে ইসলামী হুকুমত। যেখানে তোমরা নির্বিঘ্নে আল্লাহর এবাদত করতে পারবে।

তাহলে এ আয়াতে কারিমা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যারা প্রকৃতই বিশ্বাস করে এবং মানার মত মানে তারা একবার আল্লাহর বন্দেগী মেনে নেয়ার পর আর মানুষের বন্দেগী মেনে নিতে পারে না। মানুষ যদি বাস্তব জীবনে মানুষের বন্দেগীই মেনে নেয় আর পরকালে সে যদি আল্লাহর নিটক বেহেশত চায় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একটাই মাত্র জবাব যে, "তুমি দুনিয়ার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যাদের হুকুম মেনে চলেছ তাদের নিকট বেহেশত চাও।" পরকালে আল্লাহর এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেয়া যাবে না বুঝেই এবং ইসলামের নিজস্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলামের নিজস্ব আদর্শ, সভ্যতা ও আইন-কানুন অন্য কোন আইন-কানুনের অধীন হতে পারে না তা বুঝেই নবী করীম (সা) তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রাম করে মানব সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী যাবতীয় ব্যবস্থাপনা উৎখাত করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন। নবী করীম (সা) সাধে কি দাঁত ভেঙ্গেছিলেন? সাধে কি তায়েফের বাবলা বনে মার খেয়ে বেহুঁশ হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিলেন এবং শীবে আবু তালেবের পাহাড়ী এলাকায় গাছের ছাল, গাছের পাতা, উটের শুকনো চামড়া খেয়ে জীবন যাপন করেছিলেন? এসব করেছিলেন শুধু মানব জাতিকে মানুষের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর খাঁটি বান্দা করে দেয়ার জন্যে, যেন মানুষ একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মেনে চলতে পারে এবং পরকালে নাজাত পেতে পারে।

বর্তমান যুগেও হিসাব করে দেখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর আইনের অধীন রয়েছি কি না। যদি না থাকি তবে বেহেশত পেতে হলে অবশ্যই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হতে হবে অথবা নিজেই ইসলামী দল গঠন করে আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজে দ্বীন ইসলাম কায়েম করার জন্যে আমরণ চেষ্টা করতে হবে, তবেই আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দেয়া চলবে। অন্যথায় কোন খোঁড়া যুক্তিই আল্লাহর দরবারে চলবে না। এইবার মনে মনে হিসাব করে দেখুন আল্লাহর প্রত্যেক নবীর জীবনীর দিকে তাকিয়ে যে বিনা সংগ্রামে অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পথকে বাদ দিয়ে কোন নবীই কি বেহেশত পাওয়ার জন্যে কোন সহজ পথ ধরেছিলেন? তা যদি না ধরে থাকেন তবে সহজ পথের সন্ধান আমরা পেলাম কোথথেকে?

আল্লাহর রাসূল দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে লোকের শত্রু হলেন এবং কেন তিনি মার খেলেন?

আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনে যা কিছু করেছেন তাঁর কিছুই তিনি দুনিয়াদারীর কোন স্বার্থ হাসিলের জন্যে করেননি। যা-ই করেছেন তা পরকালের নাজাতের জন্যই করেছেন। তবু কেন তার শত্রু হয়েছে। তবুও কেন মানুষ তাকে সহ্য করতে পারেনি। তিনি দ্বীন প্রচার শুরু করেছেন আর মানুষ কেন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এসব প্রশ্নের উপর চিন্তা করলে আল্লাহর দেয়া মহা মূল্যবান জ্ঞানে অবশ্যই তার কারণ ধরা পড়বে। তাই আসুন একটু চিন্তা করে দেখি।

www.pathagar.com

মানুষ কেন রাসূলের শত্রু হলো

মানুষ কেন রাসূলের শত্রু হলো তা বুঝার জন্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন যারা ইসলামকে বাংলাদেশে কায়েম করতে চান তাদেরকে যদি দেশের লোক জিজ্ঞেস করেন যে, ইসলাম যদি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কায়েম হয়ে যায় তা'হলে–আমরা সাধারণ মানুষ–আমাদের কি সুযোগ সুবিধা হবে? তার জবাব যদি বলা হয় যে, ইসলাম কায়েম হলে সর্ব প্রথম মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে দেয়া হবে। অর্থাৎ–

(১) খাদ্যের দায়িত্ব থাকবে ইসলামী সরকারের উপর। দেশের কোন লোকই যেন অভুক্ত না থাকে সে ব্যবস্থা সরকার করবে।

(২) কোন উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তি বিবস্ত্র থাকবে না। বস্ত্রের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের থাকবে।

(৩) বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হবে। কোন মানুষই বিড়াল কুকুরের ন্যায় পরের বাড়ীতে বাস করবে না, প্রত্যেকেই যার যার নিজের বাড়ীতে বাস করবে।

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হবে, প্রত্যেককে সরকারী খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে। কোন পিতামাতারই সন্তানের লেখা পড়ার জন্য পকেট থেকে পয়সা ব্যয় করা লাগবে না।

(৫) চিকিৎসার ব্যবস্থা ইসলামী সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। কারও কোন রোগ ব্যধি হলে শুধু মাত্র হাসপাতালে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। এরপর রুগীকে কোথায় রেখে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তার দায়িত্ব সরকারের।

(৬) অর্থ সংকটের কারণে কারও বিবাহ সাদী বিঘ্নিত হবে না।

অতঃপর যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা যারা শহরে ভাড়াটে বাড়িতে বাস করি তাদের অবস্থা কিরূপ হবে? এর জবাবে যদি বলা হয় যে–যারা যে বাড়িতে আছে ঐ বাড়িই তাদেরকে চিরস্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করে দেয়া হবে এবং বাড়ির মালিক থেকে অতিরিক্ত বাড়ি সরকার হয় টাকা দিয়ে কিনে নেবে অথবা যে কোন শরীয়ত সংগত পন্থায় নিয়ে নেবে এবং

www.pathagar.com

ভাড়াটেদেরকে দিয়ে দেবে। তাদের ভাড়া দেয়া লাগবে না তবে হয়ত সহজ কিস্তিতে বাড়ির মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

এবার বলুন যদি এইভাবে বলা হয় তাহলে একথাগুলো কার কাছে ভাল লাগবে আর কার কাছে খারাপ লাগবে? যারা বাড়ির মালিক যারা ভাড়া পায় তারা কি খুশি হবে? তারা তো খুশি হবেই না বরং তারা হবে চরম শত্রু।

এ ধরনের কিছু কারণেই মানুষ রাসূলের শত্রু হয়েছে। আর রাসূলের কথা যাদের ভাল লেগেছে তারা রাসূলের পক্ষে এসে গেছে।

রাসূল কেন মার খেলেন

রাসূল তো কারও ধন সম্পদ কেড়ে নিতে যাননি তবে মানুষ কেন তাকে মারল?

আসুন এটাও একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করি। দেখুন আমাদের সমাজে যা ওয়াজ নসিহত হয় তাতে আমরা যে নীতিতে থাকলে নাজাত পাব বলে ধারণা করি সে নীতি হচ্ছে এইরূপ যে আমরা মনে করি–

চুরি করা হারাম, আমি চুরি করবনা, লোকদের যতদূর সম্ভব চুরি করতে নিষেধ করবো। তাতে যদি কেউ কথা শোনে ভাল কথা, আর যদি না শোনে তাহলে করার কিছুই নেই। অন্যে চুরি করলে আমার তাতে কি? যার যার হিসাব তা সেই দেবে।

গান শোনা হারাম, আমি গান শোনব না, যে শোনে শোনুক অন্যে শোনলে আমার কি?

যেনা করা হারাম, মদ খাওয়া হারাম, কাজেই আমি তার ধারে কাছে যাব না। অন্যে গেলে আমার তাতে কি? এই হলো আমাদের অবস্থা। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বলতেন–

চুরি করা হারাম, আমি চুরি করব না, চুরি করতে কাউকে দেব না, চুরি করলে তাকে ছাড়ব না, চুরি করলে তার হাত কেটে দেব।

www.pathagar.com

যেনা করা হারাম, যে যেনা করবে তাকে ১০০ চাবুক মারব অথবা অর্ধাঙ্গ মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে হত্যা করব।

মদ পান হারাম, কেউ মদ পান করলে তাকে মেরে জব্দ করব। গান শোনা হারাম, যে গান শোনে তাকেও শাস্তি দেব।

আর তিনি যদি সিনেমা যুগের মানুষ হতেন তাহলে তো বলতেন যা অশ্লীল সিনেমা তা নিজেও দেখব না কাউকে দেখতেও দেব না।

তিনি যে ভাবে অন্যায়কে বাধা দিয়েছিলেন আমরা যদি সেই নীতি অবলম্বন করি তাহলে তিনি কেন মার খেয়েছিলেন তার কারণ কি তা গবেষণা করে বের করতে হবে? তার কারণ খুবই সহজভাবে আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়বে।

আজ আমরা যদি সমস্ত নামাজী লোক একত্রিত হয়ে কোন সিনেমা হলের সামনে প্রত্যেকে একখানা ৪ হাত লম্বা লাঠি নিয়ে হাজির হই আর বলি যে আমরা সবাই হেজবুল্লাহ্ বা আল্লাহর সৈন্য আমরা অশ্লীল ছায়া ছবি যা হারাম তা নিজেরা দেখব না, কাউকে দেখতে দেব না, দেখাতেও দেব না। যে এই হলে ঢুকবে তাকে এখান থেকে মেরে তাড়াব। এভাবে যদি সবাই মিলে বলি আর যদি দু'এক জনের ঘাড়ে দু'একটা আঘাত করি তাহলে রাসূল কেন মার খেয়েছেন তা শুনে জ্ঞান লাভ করা লাগবে না, চোখেই দেখা যাবে এবং সরেজমিনেই পরীক্ষা হয়ে যাবে রাসূল কোন ধরনের ওয়াজ করে মার খেয়েছিলেন। তিনি যা করেছেন তা করেছেন নাজাত পাওয়ার জন্যে। আমরা যা করি তাও করি নাজাত পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি যে কাজ করে সৃষ্টির সেরা সৎলোক হওয়া সত্ত্বেও মার খেলেন আর আমরা তাঁরই প্রতিনিধি সেজে তাঁরই কাজ করে মার খাওয়ার পরিবর্তে কেন খাই কোরমা পোলাও। আমরা যদি রাসূলের পন্থা ছেড়ে নিজেদের পন্থায় কাজ করি তাহলে যেমন একদিকে পাব ভাল ভাল খাবার তেমন অপর দিকে সমাজ থেকে অন্যায় উঠবে না কোন যুগেও।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগে আল্লাহ বিশ্বাসের ধরন

বর্তমান যুগে আল্লাহকে স্বীকার করার ব্যাপারে প্রায় সারা পৃথিবীর মানুষই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণীগুলো নিম্নরূপ, যথা–

(১) এক শ্রেণীর লোক, তারা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অর্থ জেনে এবং আল্লাহর ক্ষমতা, ইখতিয়ার, অধিকার ইত্যাদি ভালরূপে জেনে বুঝেই আল্লাহকে স্বীকার করে। অর্থাৎ ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাচ্ছাল কালেমা দু'টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্পষ্টভাবে জেনে বুঝেই আল্লাহকে মানে। তারা যা বিশ্বাস করে শুধু বিশ্বাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না বরং তা তারা জীবনে বাস্তবায়িতও করতে চায়।

(২) অপর শ্রেণীর মুসলমান, তারা আল্লাহকে আকাশে স্বীকার করে কিন্তু যমীনে কোন পাত্তা দিতে চায় না, তারা মসজিদ, ঈদগাহ, গোরস্থান, বিবাহের মজলিস ও মিলাদ মাহফিলের বাইরে কোন কাজে আল্লাহর কোন অধিকার স্বীকার করে না।

(৩) আর এক শ্রেণীর মুসলমান বাহ্যতঃ সামাজিক মুসলমান কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস যে আল্লাহ নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তারা ইসলামী আইন-কানুনের যেটুকুই মানে তা মানে আল্লাহর আইন হিসাবে নয়, সামাজিক প্রথা হিসাবে। যেমন বিবাহ শাদী, ঈদের উৎসব ইত্যাদি তারা প্রথা হিসেবেই পালন করে।

এরা ১ম শ্রেণীর লোকগুলোকে অধম বোকা মনে করে আর মনে মনে চিন্তা করে যে এই সব নিরেট মূর্খদের কবে আমরা বুঝিয়ে নাস্তিক বানাতে পারবো আর কবে আমাদের সমাজে শান্তি কায়েম হবে–এই চিন্তায় তারা অস্থির। তাদের ধারণা যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দুর্ধর্ষ আরব ডাকাতদেরকে এক অজানা ও অদেখা পরকালের মিথ্যা ভয় দেখিয়ে নবী করীম (সা) তাদের মধ্যে মানবোচিত গুণ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এটা যেহেতু বিজ্ঞানের যুগ তাই এ যুগে অদেখা জিনিসের ভয় দেখানোর কোন যুক্তি নেই। এটা বুঝেই মাওসেতুং ধরনের নেতাগণ সোজা বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছেন। তারা মনে করে হযরত মোহাম্মদ (সা) যেমন সে যুগের নেতা তেমন

www.pathagar.com

মাওসেতুং এ যুগের নেতা। এসব নেতাদের মধ্যে প্রকৃপক্ষে কোনই পার্থক্য নেই। এটাই তাদের ধারণা। কিন্তু যদি এই ৩ শ্রেণীর লোক একই সমাজে বাস করে তবে ১ম শ্রেণী তাদের ঈমান আকীদার তাগিদে ইসলামকে ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন আইন কানুনের অধীনে দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর লোকেরা ১ম শ্রেণীর দাবী মানতে পারে না। ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষই তাদের দাবী থেকে সরতে চায় না। তখন ১ম পক্ষ দেখে সামনে তার পথ মাত্র ২টি। (১) হয়ত জীবনমরণ সংগ্রাম করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নইলে (২) বাতিল পন্থীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে জাহান্নামের পথ ধরতে হবে। ২য় পক্ষও দেখে সামনে তাদেরও পথ দু'টি। (১) হয় ইসলাম পন্থীদেরকে উৎখাত করতে হবে, নইলে (২) তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু প্রথম পক্ষ ঈমানের তাগিদে আত্মসমর্পণ করতে পারে না–আর দ্বিতীয় পক্ষ পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে ইসলামী আইন কানুন মানতে পারে না। ফলে দুই দলের সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং উভয় দল তার স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামের আরবী নামই জিহাদ। জিহাদ শব্দের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে দুই বিপরীতমুখী শক্তির পরস্পরবিরোধী চরম প্রচেষ্টা। এটাকে বুঝানোর জন্যে আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, কারও ছেলেকে তার পিতার সামনে বাঘে ধরল। তখন বাঘের চেষ্টা "আমি যে খাবার ধরেছি তা আমি খাবই।" আর পিতার চেষ্টা "আমার জীবন যদি চলেও যায় তবু ছেলেকে উদ্ধার করব।" এই ধরনের দুই বিপরীতমুখী চেষ্টার নামই জিহাদ। পিতার সম্মুখে যদি ছেলেকে বাঘে ধরে আর পিতা যদি সে ছেলেকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে তবে সে পিতা যেমন পিতার যোগ্যই না তেমন যে মুসলমান ইসলামকে ভিন্ন আদর্শের অধীন দেখে তার থেকে ইসলামকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে তবে সে মুসলমানও নাজাতযোগ্য মুসলমান হতে পারে না। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন : إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

"বেহেশত তরবারির ছায়াতলে" ব্যাখ্যা ঃ সর্বশক্তি নিয়োগ করে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রয়োজনবোধে অস্ত্রের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকার মধ্যেই রয়েছে বেহেশতের

www.pathagar.com

চাবিকাঠি। নবী করীম (সা) অন্যত্র বলেছেন–

إِنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ -

আমার পর কিছু (ভ্রান্ত) শাসক আসবে। (ঐ সব শাসকদের) মিথ্যা ও জুলুমের ব্যাপারে যে সব মুসলমান তাদের সাহায্য করবে তারা আমার কেউ নয় এবং আমিও তাদের কেউ নই।

এ অবস্থায় নাজাত পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে সে সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

مشكوة -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কেউ দেখবে যে সমাজে এমন কোন কাজ হচ্ছে যা আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণিত তাহলে সে কাজকে পরিবর্তন করবে ন্যায় দ্বারা। এ কাজ করতে হবে হাত বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তাতে যখন অপারগ হবে তখন জবান দ্বারা আন্দোলন করে তা পরিবর্তন করবে। আর যদি আন্দোলন করার মতও ক্ষমতা না থাকে তবে তা পরিবর্তন করবে মন দ্বারা। এখানে মন দ্বারা অর্থ হলো মনে মনে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যেন অদূর ভবিষ্যতে অন্যায় অপকর্ম সমাজ থেকে দূর করা যায়। আর এতটুকু কাজও যে করবে না তার মধ্যে ঈমানের নিম্নতম অংশও বাকি থাকবে না। এই হলো উপরোক্ত হাদীসের সারমর্ম। মুনকার কাজ বলতে বুঝায় যাবতীয় অন্যায় কাজ, যেমন–অশ্লীল ছায়াছবি, বেহায়াপনা, নগ্নতা, সুদ-ঘুষ, জুয়া, মদ, মাতালি, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, গুপ্তহত্যা, ফাঁকিবাজি, চোরাকারবারি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় কাজকেই আল কুরআনের ভাষায় 'মুনকার' বলা হয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) অন্যত্র বলেছেন–

www.pathagar.com

ثُمَّ إِنَّمَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَاوَرَاءَ ذٰلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ -

"অতঃপর অযোগ্য লোকেরা খেলাফতের আসনে বসবে, তারা এমন সব কথা বলবে যা তারা নিজেরা করবে না এবং এমন সব কাজ করবে যা করতে আল্লাহ তাদেরকে হুকুম করেননি। এই সময় তাদের (ঐ সব শাসকদের) বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জেহাদ করবে তারা মুমেন, যারা জবান দ্বারা জেহাদ করবে তারাও মুমেন, যারা অন্তর দ্বারা জেহাদ করবে তারাও মুমেন, এর নীচে ঈমানের আর কোন ধুলিকণা পরিমাণও পর্যায় নেই।"

কোন মুসলিম শাসক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অন্যায় করবে আর সৈনিক নবীর উম্মত তার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলবে না; বরং তাকে সমর্থন করে যাবে (প্রকৃত পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকলেই অন্যায়কে সমর্থন করা হয়।) তাদের (সেই সব উম্মতদের) চেহারা সুরাত ও লেবাস পোশাক যেমনই হোক না কেন, তারা আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ। যেমন নবী করিম (সা) বলেছেন–

مَنْ رَضِيَ سُلْطَانًا بِمَا يَسْخَطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ -

যে ব্যক্তি তার শাসককে খুশি করার উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করে ও এমন কিছু কথা বলে যাতে শাসক খুশি হয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ তাতে নারাজ হন তবে সে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

(কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩০৯ নং হাদীস)।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনে জিহাদের যৌক্তিকতা

যে আল্লাহর হুকুম اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ "নামায কায়েম কর" সেই আল্লাহরই হুকুম اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ "সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম কর।" দুনিয়ার প্রত্যেকটি মতবাদ চায় যে তাকে কায়েম করা হোক। ইসলামও চায় যে, তাকে কায়েম করা হোক। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকটি মতবাদ বাতিল। এ বাতিল মতবাদের অনুসারী যারা তারাও বিশ্বাস করে যে, "আমাদের মতবাদ সংগ্রাম ছাড়া কায়েম হতে পারে না।" তারা তাদের মতবাদকে কায়েম করার জন্যে সংগ্রাম করে জীবনও বিসর্জন দেয়। তারা জীবন দান করে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে আর প্রয়োজন বোধে আল্লাহ মুসলমানদের জীবন চান বেহেশতের উদ্দেশ্যে। বাতিলের অনুসারীরা যেখানে বোঝে যে সংগ্রাম ছাড়া তা কায়েম হয় না সেখানে হকের অনুসারীরা কি করে বোঝে যে সংগ্রাম ছাড়া হক কায়েম হয়ে যাবে? তা কি কোন যুগে হয়েছিল?

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত প্রকার মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যেকটির ১ম দাবী ছিল আমাকে বিশ্বাস কর। ২য় দাবী ছিল আমাকে কায়েম কর। যেমন রাশিয়ায় এক মতবাদ জন্ম নিল নাম যার লেলিনবাদ, মার্কসবাদ। এ মতবাদের ১ম দাবী ছিল আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে দাবী কিছু লোক মানল। তাদের এই মানাটাকে যদি মুসলমানদের ন্যায় আরবীতে কালেমা পড়ে স্বীকার করতে হয় তবে তাদের কালেমা হত "আমানতু বিলেলিনবাদ ওয়া বি মার্কসবাদ।" যারা সে মতবাদ মানল তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ কলেমা পড়ে লেলিনবাদ মার্কসবাদের অনুসারী হলো। অতঃপর তাদের ঐ মতবাদ তাদের নিকট দাবী করল আমাকে শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না আমাকে কায়েম করতে হবে। অনুসারীরা জিজ্ঞেস করল "কি ভাবে কায়েম করব?" জবাবে মতবাদ বলল, সংগ্রাম কর, জান দাও, মাল দাও। "বর্তমান মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে দাও।" তার অনুসারীরা তাই-ই করল। তারা ১ কোটি ১৯ লক্ষ লোক জীবন দিল, বহু ধন দৌলত বিসর্জন দিল, তারপর সেখানে কায়েম হলো তাদের সেই আকাঙ্খিত মতবাদ।

www.pathagar.com

চীনে এক মতবাদ গজাল–নাম তার মাওবাদ। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা কালেমা পড়ল–'আমান্তু বি মাওবাদ।' তাদের মতবাদ দাবী করল আমাকে শুধু বিশ্বাস করলে চলবে না, আমাকে কায়েম করতে হবে। অতঃপর তার অনুসারীরা জান দিল, মাল দিল, সংগ্রাম করল। এই পথেই তাদের মতবাদ চীন দেশে কায়েম হল।

তেমন বাংলাদেশেও এক মতবাদ জন্ম নিল তার নাম মুজিববাদ। এ মতবাদও তার ২য় দাবী হিসেবে তার অনুসারীদের নিকট দাবী জানাল আমাকে কায়েম কর। তার অনুসারীরা তাকে জিজ্ঞেস করল কিভাবে কায়েম করব? জবাব এল–যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে সংগ্রাম কর, জান দাও, মাল দাও, খানবাদ খতম কর, মুজিববাদ কায়েম কর। তার অনুসারীরা তাই করল। ফলে মুজিববাদ যে কয়দিনের জন্যেই হোক না কেন তা কায়েম হল। এইটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি মতবাদের ধর্ম। ঠিক এই একই নিয়ম ইসলামের বেলায়ও। অর্থাৎ অন্যান্য মতবাদের ন্যায় দ্বীন ইসলামও তার অনুসারীদের নিকট দাবী জানাল أَنْ أَقِيمُوا الدِّيْنَ দ্বীনকে কায়েম কর। প্রশ্নহলো কিভাবে কায়েম করব? জবাব এল

تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

জান দাও, মাল দাও, সংগ্রাম কর। হুকুম পেয়ে মুসলমানরা জান দিল, সংগ্রাম করল। অতঃপর যে সংগ্রামের পথ ধরে অন্যান্য মতবাদ সমাজে কায়েম হয়–সেই একই সংগ্রামের পথ ধরেই ইসলামও সমাজে কায়েম হলো। এ পথকে বাদ দিয়ে অতীতেও কোন যুগে ইসলাম কায়েম হয়নি, এ যুগেও হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এখানে মনে রাখা উচিৎ, সমাজে ইসলাম কায়েম করতে হলে আল্লাহ যে জান মাল চেয়েছেন তা রাস্তায় ছড়ালেই ইসলাম কায়েম হয় না, তা দান করতে হয় এক বৈজ্ঞানিক পন্থায়। সে পন্থা হলো জামায়াতবদ্ধ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে নবী করীম (সাঃ) এর ন্যায় ইসলামী আন্দোলন করে যাওয়া। এ পথে অগ্রসর হলে জান ও মাল দুই-ই দেওয়ার মত অবস্থা সামনে এসে হাজির হয়।

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাওয়ার অর্থ হলো

(১) প্রথমে মানুষের গলদ চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করে দেয়ার কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। এ কাজ করতে থাকলে অবশ্যই কিছু লোকের চিন্তা ধারাতে পরিবর্তন আসবে।

(২) তখন তাদেরকে নিয়ে একটা সংগঠন তৈরি করা।

(৩) সংগঠনের পরিসীমা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকা ও কর্মীদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক বুঝ সৃষ্টি করা।

(৪) এই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার দূর করা, সমাজ সেবার কাজ করা, সমাজের সর্বস্তরে দায়িত্বশীল সহ গোটা মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি করা ও সর্বস্তরে দ্বীনের মুজাহিদ বা কর্মী সৃষ্টি করা। যাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকবে যে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারি তবেই এ জীবন সার্থক। তাদের মনে এই বুঝ সৃষ্টি করতে হবে যে, পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবন প্রকৃতপক্ষে একই জীবন। মৃত্যু হচ্ছে জীবনের দু'টি পর্যায়ের মাঝখানে একটি দরোজা মাত্র। এর এ পাশটা কর্মের জীবন আর ও পাশটা ভোগের জীবন। জীবনের এ পাশের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে পারলেই ও পাশে গিয়ে অনন্তকাল সুখ ভোগ করা যাবে। এ বিশ্বাসই ছিল নবী করীম (সা)-এর ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে। কাজেই তারা মৃত্যুর ভয় ও বাঁচার লোভ ত্যাগ করে জীবন মরণ জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে অতি দ্রুত সারা পৃথিবীতে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব হয়েছিল।

অনেকে ধারণা করেন আলেমগণ ওয়াজ করেই সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলবেন। কারও বা ধারণা তাবলীগ করতে করতে একদিন আপছে সমাজে দ্বীন ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন, তাকি অতীতে কোন যুগে হয়েছিল? তা যদি না হয়ে থাকে তবে ইসলাম কায়েমের থিয়োরী কি এ যুগে পালটে গেল? ওয়াজের পিছনে সংগ্রামী সংগঠন থাকতে হবে এবং তাতে হাক্কানী ওলামার নেতৃত্ব থাকতে হবে নইলে যেমন অতীতে সংগঠন ও ঐক্য ছাড়া কোন কাজ হয়নি, বর্তমানেও যেমন হচ্ছে না তেমন কোন

www.pathagar.com

যুগেও তা হবে না। আর যদি তা কোন দিন হয় তবে সেইদিন বলা যাবে যে ইসলাম কায়েমের থিয়োরী যা আল্লাহর প্রত্যেক নবী (আ) দিয়ে গিয়েছেন এবং নিকট অতীত থেকে যা দেখে আসছি আজ তা পাল্টে গেল।

সাধারণ মুসলমানদের মনের অবস্থা

প্রতিটি মুসলমানেরই মনের অবস্থা এমন যে আজই যদি রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হলো। এবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে হবে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ-মাতালি ইত্যাদি চিরতরে নিষিদ্ধ করা হলো। দেশে সুদবিহীন ব্যাংক ও যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করা হচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হবে ও সরকারী ফায়সালা মুতাবিক তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে, ফলে অচীরেই দেশ থেকে দারিদ্র্য চিরতরে বিদায় নেবে। এরপর থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। যেনার শাস্তি 'চাবুক' ও 'রজম' হবে। ওজনে কম বেশী ও ভেজাল বিক্রি আর চলবে না। কোন সরকারী কর্মচারীর দুষ্কর্ম ধরা পড়লেই তাকে মৃত্যুদণ্ড সহ কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এবার থেকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জাতীয়করণ করা হলো। শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপ ঘোষণা শুনলে দু'এক জন কায়েমী স্বার্থবাদী ছাড়া প্রত্যেকেই খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন, যে ব্যবস্থাপনায় মানুষ খুশী সে ব্যবস্থা কায়েম করতে মানুষ চেষ্টা করে না কেন? অন্যেরা তা না করুক কিন্তু যারা দ্বীনদার তারা কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন না, দ্বীনি আন্দোলনে শরীক হন না? এর প্রথম কারণ হচ্ছে ভয়। ভয় আছে চাকুরী যাওয়ার, ভয় আছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বদনজরে পড়ার, ভয় আছে পার্থিব স্বার্থ নষ্ট হওয়ার, ভয় আছে শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার, আর শেষ ভয় হল মারধর খাওয়ার ও জীবন বিপন্ন হওয়ার। কিন্তু এ ভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ কি কিছু বলেননি? অবশ্যই বলেছেন فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى তাদেরকে ভয় করো না, ভয় কর আমাকে" অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন–

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

www.pathagar.com

"অতপর যখন তাদের উপর জেহাদ ফরজ করা হলো তখন তাদের একটা দল মানুষকে ভয় করে বসল।" চিন্তা করুন, এই ভয়ের সিলসিলা যদি নবী (স) থেকে জারী হত তবে এই বিংশ শতাব্দিতে আমরা কি ইসলামের সন্ধান পেতে পারতাম? আর দ্বিতীয় কারণ ছিল খুঁটিনাটি মতভেদের কারণে ওলামা সম্প্রদায়ের সংগঠিত না হওয়া এবং তাঁদের নির্লিপ্ত থাকা।

আলেম সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততার কারণ

সচেতন আলেমদের নির্লিপ্ততার কারণে এক দিকে যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে না অপর দিকে তেমন আজ এক শ্রেণীর লোক দ্বীনের মধ্যে এক নতুন সিলসিলা আরম্ভ করেছেন। এ সিলসিলায় অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ নেই, জিহাদের কোন প্রোগ্রাম নেই, সমাজ সংশোধনের কোন পরিকল্পনা নেই, আছে শুধু সহজ পথে বহুত বহুত ছওয়াব কামাই করার প্রোগ্রাম। এ পন্থায় মানুষকে নামাজী করা যেতে পারে কিন্তু নামাজীদেরকে মানুষের দাসত্ব করার হাত থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর দাসে পরিণত করে দেয়ার কোন উপায় নেই। এ পন্থায় মুসলমানদের জিহাদী চেতনা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করুন, যখন ইমাম হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কেন ইয়াজিদকে খলিফা বলে স্বীকার করছেন না? তার জবাবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, আমাকে কি আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে বান্দার বন্দেগী মেনে নিতে বল? এখানে লক্ষণীয় যে যারা ইমাম হুসাইন (রা) কে ইয়াজিদের খেলাফত মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন তারাও মুসলমান ছিলেন। তাদের জ্ঞানে একথা ধরা পড়ল না যে ইয়াজিদের খেলাফতি মেনে নিলে বান্দার বন্দেগী মেনে নেয়া হয়। কিন্তু ইমাম হুসাইনের জ্ঞানে তা ধরা পড়েছিল। তাঁর স্মরণ ছিল কুরআন পাকের সেই কথা যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

"অবশ্য বিশ্বাসীদের জান মাল আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর পরিবর্তে তাদের জন্যে বেহেশত রয়েছে।" তাই ইমাম সাহেব বুঝেছিলেন

www.pathagar.com

যে বিক্রিত জীবনের উপর আমার কোন অধিকার নেই। এ জীবনকে যে কাজে (জীবনের মূল মালিক) আল্লাহ ব্যবহার করতে চান আমার জীবনকে সেই কাজেই উৎসর্গ করতে হবে। একথা বুঝেই ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াজিদের বন্দেগী মেনে নেয়ার পরিবর্তে স্বপরিবারে হাসিমুখে জীবন দান করতে রাজী হলেন। যদি তিনি সত্যই বুঝতেন যে আপাততঃ জান বাঁচান ফরজ হিসেবে নিজের ও পরিবারের জীবন ক'টা বাঁচাই, পরে এমন তো বহুত দোয়া ও বহুত কাজ সামনে খোলা রয়েছে যার মাধ্যমে বিগত জীবনের ৪০ বছরের গোনাহ খাতা মাফ হয়ে যাবে ও বহুত মকবুল হজ্বের সওয়াব মিলবে। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নাবালেগ সহ কারবালা প্রান্তরে স্বপরিবারে শাহাদাত বরণ করতেন না। তাঁরা কেন এভাবে শাহাদত বরণ করেছেন তা কি আমাদের চিন্তা করতেও পাপ? আল্লাহর বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সে যুগের মুসলমান যেমন বাঁচার লোভ ও মরার ভয় ত্যাগ করেই ইসলামকে আল্লাহর যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, ফলে সমাজে দ্বীন ইসলাম কায়েম হয়েছিল। তেমন আমাদেরকেও আজ তদ্রুপ নবী রাসূলগণের তরীকায় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে (বাঁচার লোভ ও মরার ভয় ত্যাগ করেই) ঝাপিয়ে পড়তে হবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। এ কাজে আল্লাহর প্রত্যেক নবী ঠিক যে কথা বলে সমাজের লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন সেকথা বলেই আমাদেরকেও দাওয়াত পেশ করতে হবে সমাজের সম্মুখে। সে কথাগুলো ছিল–"ইয়া কাওমে' বুদুল্লাহা মা লাকুম মিন ইলাহিন গাইরুহু"-হে আমার কওম তোমরা একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মেনে চল, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ হুকুমদাতা ও আইনদাতা নেই। অতঃপর আল্লাহর যমীনে (আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে) তাঁরই দেয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে চরম প্রচেষ্টা করতে হবে। তবেই মিলবে পরকালের নাজাত। আমি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আলেম সম্প্রদায়ের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা কামনা করি যে ভূমিকা বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে নাজাতের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। সম্মানিত আলেম ওলামা ভাইসব। আপনারা হয় কোন সংগঠনে যোগদান করুন অথবা একটা উত্তম সংগঠন কায়েম করুন। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া নির্লিপ্ত বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। এ নির্লিপ্ততার কারণে হয়তো অচিরেই চরম খেসারত দিতে হতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্যাণের সঠিক পথ

[আল কুরআনে যে সব আয়াতের শেষে مُفْلِحُوْنَ এবং تُفْلِحُوْنَ আছে তার সব ক'টি আয়াতই এই অধ্যায়ে তুলে দেয়া হয়েছে।]

পরকালীন জীবনে সফলতা কিসে?

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নাজাত সম্পর্কে আলোচনা শুনেছি। এখন আসুন পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন হবে কোন পথে বা কোন কাজের মাধ্যমে তা আল-কুরআন থেকেই বুঝার চেষ্টা করি। আল কুরআনে ১২ জায়গায় কিছু কাজের উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেছেন এসব কাজ যারা করে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তারাই কল্যাণ লাভ করল' সেই ১২টি আয়াত অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(١) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - البقرة - ٥-٢

অনুবাদ ১। (মুত্তাকীন বা আল্লাহ ভীরু হচ্ছে তারাই)। যারা (১) (আল্লাহকে) না দেখে বিশ্বাস করে, (২) (যারা) নামায কায়েম করে, (৩) আর আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে। (৪) আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং (৫) আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং (৬) পরকালকে চোখে দেখা বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ এই সব গুণ যাদের মধ্যে রয়েছে তারাই প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রভুর দেয়া জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِيْنَ -যারা। يُؤْمِنُوْنَ – বিশ্বাস করে। بِالْغَيْبِ -- গায়েবের প্রতি! অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি না দেখেই দেখা বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস করে।

يُقِيْمُوْنَ প্রতিষ্ঠিত করে। اَلصَّلٰوةَ – নামাযকে। مِمَّا -যা। رَزَقْنٰهُمْ – আমি তাদের রিযিক দান করেছি। يُنْفِقُوْنَ – তারা দান করে। بِمَا – যা কিছু। اُنْزِلَ – নাযিল করা হয়েছে। اِلَيْكَ – তোমার প্রতি। وَمَا – এবং যা। مِنْ قَبْلِكَ – তোমার পূর্বে। وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ - এবং পরকালের প্রতি তারা। يُوْقِنُوْنَ –একিন বা বিশ্বাস রাখে। اُولٰئِكَ – তারাই عَلٰى هُدًى – হেদায়েতের উপর রয়েছে। مِنْ رَّبِّهِمْ - তাদের প্রভুর নিকট থেকে (পাওয়া হেদায়েত)। هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ বক্ষমান আয়াতগুলো আল-কুরআনে যে ভাবে সাজান হয়েছে তাতে একেবারে প্রথমে আনা কয়েকটি আয়াত। এখানে এ ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে যা অর্জন করতে না পারলে গোটা কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করা তার জন্যে সম্ভব হবে না এবং তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না। এটাই অত্যন্ত উত্তম ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ৬টি গুণ যে অর্জন করতে পারবে সে অপরাপর গুণাবলীও নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে। যেমন ফাজেল পাশ করতে পারলেই সে কামেলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ এই প্রথম গুণগুলো নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলেই পরবর্তী গুণগুলো অর্জনের জন্যে সে উপযোগী হতে পারবে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ * ال عمران - ١٠٤

অনুবাদ ঃ ২। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা

www.pathagar.com

লোকদেরকে ভাল বা নেকির কাজের দিকে ডাকবে। তারা ভাল কাজের আদেশ দান করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। যারা এ কাজ করবে তারা (ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে) সফলতা লাভ করবে।

শব্দার্থ ঃ وَلْتَكُنْ –থাকতে হবে। مِنْكُمْ – তোমাদের মধ্যে। أُمَّةٌ – একটা দল। يَدْعُوْنَ –(লোকদেরকে) আহবান করবে বা ডাকবে। اِلَى – দিকে। اَلْخَيْرِ – ভাল বা নেকি।

وَ–এবং يَأْمُرُوْنَ – হুকুম করবে। بِالْمَعْرُوْفِ – ভাল কাজের প্রতি। يَنْهَوْنَ –নিষেধ করবে বা বিরত রাখবে। عَنِ – হতে। اَلْمُنْكَرِ– মন্দ কাজ। اُولٰئِكَ –তারাই। مُفْلِحُوْنَ –সফলকাম বা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে সূরা বাকারার প্রথম কয় আয়াতে বলা হয়েছে কিছু প্রাথমিক গুণের কথা। আর এখানে বলা হলো একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে কথাকে বুঝতে ভুল করলে ইসলামী জীবনটাই ভুল পথে অগ্রসর হতে থাকবে। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে ৩টি কাজ করার জন্যে এক দল লোক অবশ্যই থাকতে হবে। যথা–

(১) লোকদেরকে ভাল বা নেকির কাজের দিকে ডাকবে। তাদের কাজ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাদেরকে আরও যা করা লাগবে তা হচ্ছে–

(২) ভাল বা আল্লাহর পছন্দ করা কাজগুলো করতে লোকদেরকে নির্দেশ দান করবে। এবং

(৩) আল্লাহর অপছন্দনীয় বা মন্দ কাজগুলো করতে লোকদেরকে নিষেধ করবে এবং মন্দ কাজ করা থেকে সবাইকে ফিরিয়ে রাখবে।

পরকালীন জীবনকে সফল করার জন্য এমন এক দল লোক সমাজে থাকতেই হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল নিজেকে এই ধরণের কোন দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে চলবে না। আর যদি এই ধরণের কোন দল সমাজে না থাকে তা হলে পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ করার জন্য এরূপ দল তৈরি করে নিতে হবে। বসে থাকার কোন উপায় নেই। আর বসে থাকলে জীবনের সফলতাও নেই, মুক্তিও নেই।

www.pathagar.com

কেমন দল করব?

এ দলকে হতে হবে এমন যে, আল্লাহ যা চান এ দলও তাই চাইবে। আল্লাহর রাসূল যে নীতি মেনে চলেছেন এ দল সেই নীতিই মেনে চলবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা অপছন্দ করেছেন তারা তা অপছন্দ করবে। আল্লাহ মানব সমাজকে যে ভাবে দেখতে চান তারা সমাজকে সেই ভাবে গড়বে। মানব সমাজের মধ্যে যে কাজগুলো আল্লাহর অপছন্দনীয় তা লোকদেরকে করতে দেবে না এবং তারা যে কাজ করতে চায় তা ভাল করে বুঝবে এবং নিজেরা তা প্রথমে মেনে চলবে, পরে অন্যদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করবে।

এর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে–

১। ঈমানী বলে তাদের বলিয়ান হতে হবে।

২। তাদের মধ্যে থাকতে হবে ইসলামী জ্ঞানের পরিপূর্ণতা।

৩। তাদেরকে কিছু শক্তির অধিকারী হতে হবে যেন ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার মত ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হয়।

[এখানে মনে রাখতে হবে–আদেশ ও নিষেধ যিনি করেন তার হাতে অন্ততঃ এতটুকু ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে যেন কেউ আদেশ ও নিষেধ অমান্য করলে তাকে শাস্তি দেয়া যায়। আর যেখানে আদেশ ও নিষেধ অমান্য করলে শাস্তির কোন ব্যবস্থা হাতে থাকে না, যেখানে আদেশ দানেরও কোন অধিকার নেই এবং নিষেধ করারও কোন অধিকার নেই সেখানে অধিকার আছে মাত্র অনুরোধ করার। আর এই ধরনের কিছু অনুরোধ করেই আমরা মনে মনে তৃপ্তি লাভ করি যে হাঁ আমরা আমর বিল মা'রূফ ও নেহি আনিল মুনকার বা 'ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ' এর কাজ করে থাকি। এটা শুধু মনের তৃপ্তি ছাড়া কিছুই না।]

৪। তাদেরকে হতে হবে সমাজের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বা অনুকরণ ও অনুসরণ যোগ্য।

৫। তাদের মধ্যে থাকতে হবে পূর্ন এখলাস, ছবর ও এক মাত্র আল্লাহরই উপর পূর্ণ ভরসা এবং

www.pathagar.com

৬। তারা পরকালীন জীবনের সফলতাকেই আসল সফলতা মনে করবে।

اُمَّةٌ বলতে এই সব গুণের অধিকারী একটা দলকেই বুঝান হয়েছে।

(৩) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

التوبة -৮৮

অনুবাদ ৩। পক্ষান্তরে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। কাজেই সব ধরনের কল্যাণ তাদের জন্যেই এবং তারাই হবে সফলকাম।

শব্দার্থ ঃ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ –পক্ষান্তরে রাসূল। وَالَّذِيْنَ –এবং যারা। اٰمَنُوْا – বিশ্বাস করেছে। مَعَهٗ – তার প্রতি বা তার সঙ্গে। جَاهَدُوْا– জিহাদ করেছে। بِاَمْوَالِهِمْ–তাদের মাল দিয়ে। وَاَنْفُسِهِمْ – এবং তাদের জান দিয়ে। اُولٰٓئِكَ هُمُ – এবং তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ – সফলকাম।

ব্যাখ্যা ও যোগসূত্র ঃ এর পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে কিছু লোক ঘরে বসে থাকার নীতিকে পছন্দ করে, তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ তাদের কথা বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ তাদের কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। এর পরবর্তী আয়াতটিই হচ্ছে এইটি। এতে বলা হলো কিছু লোক তো বুদ্ধির অভাবে ঘরে বসে থাকাটাই পছন্দ করে কিন্তু আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর পেশকৃত দ্বীনের প্রতি যারা সত্য সত্যই বিশ্বাসী ছিলেন তারাও কি বসে থাকার নীতি পছন্দ করেছেন? না, তা তারা করেননি। তারা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন প্রকারান্তরে সেইটাই হচ্ছে কল্যাণের রাস্তা এবং সেই রাস্তায় চললেই পরকালীন জীবন সফল হতে পারে; নইলে নয়।

কল্যাণ লাভের ২নং আয়াতের সংঙ্গে এর যোগসূত্র রয়েছে এইরূপ যে, যারাই লোকদেরকে–

www.pathagar.com

১। ভালোর দিকে ডাকবে,

২। ভাল কাজের আদেশ করবে এবং

৩। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে–

তারা যখন দেখবে আমরা সমাজকে যেভাবে গড়তে চাই, তা কিছু বিরোধী শক্তির কারণে পারছিনা তখন তারা চুপ চাপ বসে থাকার নীতি অবলম্বন করবে না। তারা তখন জিহাদ করবে জান মাল দিয়ে, তবেই আল্লাহ খুশি হবেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং তাদের জীবন সফল হবে।

(٤) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ * المؤمنون - ١٠٢

অনুবাদ ৪। সেই সময় (পরকালে) যাদের (নেকের) পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

শব্দার্থ ঃ فَمَنْ – অতঃপর যাদের ثَقُلَتْ – ভারী হবে। مَوَازِيْنُهُ – তাদের পাল্লা। فَاُولٰئِكَ هُمُ – তারাই হবে। الْمُفْلِحُوْنَ – সফলকাম।

যোগসূত্র ও ব্যাখ্যা ঃ কেয়ামতের দিন দেখা হবে দ্বীনের প্রতি তাদের মনের ঝোঁক ও জান মালের কুরবাণীর অংশটা বেশি ছিল না কি দুনিয়াদারী ও অবিশ্বাসীদের নীতির প্রতি মনের ঝোঁক ও বাস্তব কার্য-কলাপ বেশী ছিল। এ পরীক্ষায় যাদের আমল প্রমাণ করবে যে তাদের দ্বীনের প্রতি মনের ঝোঁক ও জান মালের কুরবাণীর পরিমাণ বেশি ছিল তারাই সে দিন দেখবে যে তাদের জীবন সত্যিকার অর্থেই সফল হয়েছে।

(٥) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْآ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - النور-٥١

অনুবাদ ৫। ঈমানদার লোকদের কাজই তো এই যে যখনই তাদেরকে (দ্বীনের কোন কাজে) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়-যেন রাসূল তাদের মামলা-মোকাদ্দমা ফয়সালা করে দেন তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুতঃ এইরূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভের অধিকারী।

শব্দার্থ ঃ إِنَّمَا – অবশ্য। كَانَ – হয়, ছিল, রয়েছে ইত্যাদি অর্থে كَانَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ – মু'মেনদের কথা। إِذَا- যখন। دُعُوْا – ডাকা হয়। إِلَى – দিকে। لِيَحْكُمَ – বিচার ফয়সালার উদ্দেশ্যে। يَقُوْلُوْا – তারা বলে। سَمِعْنَا – আমরা শুনেছি। وَاَطَعْنَا– আর মেনে নিয়েছি। أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – তারাই প্রকৃত পক্ষে কল্যাণ লাভের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ যারা সত্যিকার অর্থে পরকালের জীবনকে সফল করতে চায় তাদের কাজ ও কথাই হচ্ছে এইরূপ যে তারা যখনই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোন ফয়সালা পেয়ে যান তখন কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই বলেন ঠিক আছে, যা শুনলাম তাই মেনে নিলাম। বাস্তবে এ কথাটা শুনতে যত সহজ, পালন করা কিন্তু তত সহজ নয়।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – الروم – ٣٨

অনুবাদ ৬। অতএব, (হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ) তোমাদের আত্মীয়দের হক বা তাদের যা পাওনা তা তাদের নিকট পৌছে দাও এবং মিসকিন বা উপার্জনে অক্ষম এবং যারা পথিক বা পর্যটক তাদের হকও তাদেরকে দিয়ে দাও। এটা উত্তম নীতি তাদের জন্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। আর তারাই লাভ করবে পরকালীন জীবনে সফলতা।

শব্দার্থ ঃ فَاٰتِ - অতঃপর দিয়ে দাও। ذَا الْقُرْبٰى - আত্মীয়দের। –

www.pathagar.com

حَقَّهٗ তাদের হক বা পাওনা। اَلْمِسْكِيْنَ - উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিগণ। - وَابْنَ السَّبِيْلِ - পথিক, মুসাফির। يُرِيْدُوْنَ - তারা চায়। وَجْهَ اللّٰهِ - আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ব্যাখ্যা : যারাই পরকালের জীবনের সফলতা কামনা করে তারা কখনই কারও হক আত্মসাৎ করতে পারে না এবং তারা মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ। কাজেই তারা নিকট আত্মীয়দের, গরীব মিসকীন ও অসহায় পথিক পর্যটকদের প্রতি দয়া পরবশ ও সহানুভূতিশীল হয় এবং তাদের জন্যে যে পাওনা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন তা তারা দিয়ে দেয়। এ ধরনের লোক যারা তারাই অধিকার রাখে পরকালের জীবনে কল্যাণ লাভ করার।

الٓمّٓ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ - هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অনুবাদ : আলিফ লাম মীম। এ যে বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াতসমূহ। এগুলো সেই সব সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে। এই সব লোকেরাই তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক হেদায়াতের পথে রয়েছে এবং এই সব লোকই পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

শব্দার্থ ঃ تِلْكَ - ইহা। اٰيٰتُ - আয়াতসমূহ। اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ - বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াতসমূহ। هُدًى - সঠিক পথের নির্দেশ নামা। وَرَحْمَةً - এবং রহমত। لِلْمُحْسِنِيْنَ - মুহসিন ব্যক্তিদের জন্য। اَلَّذِيْنَ - যারা। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ - নামাজ কায়েম করে।

www.pathagar.com

এবং - وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ - এবং যাকাত দেয়। وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - এবং পরকালকে একিন/বিশ্বাস করে। عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ -(তারা) তাদের প্রভুর দেয়া হেদায়েতের রাস্তায় রয়েছে। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - তারাই পরকালের জিন্দিগীতে সফলকাম হবে।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা বাকারায় যে সব গুণের কথা বলা হয়েছে এখানেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে, তবে ঐখানে আল্লাহর রাস্তায় দান করার কথা বলা হয়েছে আর এখানে পরিষ্কার যাকাতের কথাই বলা হয়েছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে মুত্তাকিনদের গুণাবলীর কথা আর এখানে বলা হয়েছে মুহসীনদের গুণাবলীর কথা। মুত্তাকীন ও মুহসীনের মধ্যে তেমনই পার্থক্য যেমন বি,এ এবং এম, এ, পাশের মধ্যে পার্থক্য। অর্থাৎ যেমন আগে বি, এ, পাশ করে নিয়ে পরে এম, এ, পাশ করতে হয়, তেমন পূর্বে মুত্তাকিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পরে মুহসীনদের দলভূক্ত হতে হয়। যারা দ্বীনের ব্যাপারে হযরত ইব্রাহিম (আ) এর ন্যায় আগুনে যাওয়াই হোক কিংবা ছেলে কুরবাণীই হোক আল্লাহর হুকুম মানতে বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করে না ঠিক এই ধরনের ঈমানের যারা অধিকারি তারাই প্রকৃতপক্ষে মুহসীন। যেমন মূসা (আ) কে আল্লাহ হুকুম করলেন লোকজন সহ দরিয়ার কিনারায় চলে যেতে। তিনি কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই চলে গেলেন দরিয়ার পাড়ে। তিনি জানতেন যে একদিকে তার শত্রু পক্ষ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় পিছু ধাওয়া করে আসছে আর অপর দিকে সামনে রয়েছে বিরাট দরিয়া যা সাঁতরায়ে পার হওয়া যাবে না এবং কোন নৌবহরও পার করার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছে না। তিনি এ কথা চিন্তা করেননি যে আল্লাহ এ কেমন হুকুম করলেন। আল্লাহ কি দরিয়ায় ডুবিয়ে মারতে চান না কি ফেরাউনের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাই আল্লাহ চান। এ ধরনের কোন চিন্তা ছাড়াই আল্লাহ হুকুম করেছেন আর আল্লাহর বান্দা তা মেনে নিয়েছেন। এই ধরনের বান্দারাই হচ্ছে মুহসীন এবং তারাই পাবে পরকালে মুক্তি ও কল্যাণ।

www.pathagar.com

(٨) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - الحشر - الحشر-٩

অনুবাদ ৮। (সেই ধন মাল সেই লোকদের জন্যে ও) যারা এই মুহাজিরদের আসার পূর্বে ঈমান এনে দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিল। (অর্থাৎ যে সব আনসার পূর্বেই ঈমান এনেছিল তারাও ঐ ভাই এর মালের অংশীদার ছিল) তারা সেই সব লোকদের বেশি ভালবাসে যারা হিজরাত করে তাদের নিকট এসেছে, তাদের যা-ই দেয়া হয় তারা তাদের প্রয়োজন মুতাবিক দাবী করে না। আর নিজেদের চাইতে অন্যের পাওনাকে অগ্রাধিকার দেয়, তারা নিজেরা যত অভাবগ্রস্তই হোকনা কেন। বস্তুতঃ সে সব লোককে তাদের দিলের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে। তারাই প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ লাভ করবে।

শব্দার্থ ঃ اَلَّذِيْنَ - যারা। تَبَوَّؤُ الدَّارَوَالْاِيْمَانَ - দারুল ঈমানে বসবাসকারী ছিল। مِنْ قَبْلِهِمْ - তাদের পূর্বে (মুহাজিরদের আসার পূর্বে)। يُحِبُّوْنَ - তারা ভালবাসে। مَنْ - যারা। هَاجَرَ - হিজরাত করে এসেছে। اِلَيْهِمْ – তাদের নিকট (আনসারদের নিকট) لَايَجِدُوْنَ - পাওয়া যাবে না। فِىْ – মধ্যে। صُدُوْرِهِمْ – তাদের অন্তরে। حَاجَةً –প্রয়োজন। مِمَّا – যাহা। اُوْتُوْا – দেওয়া হয়। يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ – নিজেদের মোকাবেলায় অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। لَوْ كَانَ بِهِمْ – যদিও তারা হয়। خَصَاصَةٌ – অভাবগ্রস্ত। وَمَنْ يُّوْقَ – যাদের রক্ষা করা হয়েছে। شُحَّ نَفْسِهٖ – মনের সংকীর্ণতা। مُفْلِحُوْنَ – কল্যাণপ্রাপ্ত বা সফলকাম।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ পরকালীন জীবনকে সফল করে গড়ে তুলতে হলে নিম্নোক্ত গুণগুলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। যথা ঃ–

(১) যারা হিজরত করে আমাদের মধ্যে আসবে তাদের অধিক ভালবাসতে হবে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে মক্কা থেকে কোন মুহাজির আসে না ঠিকই। কিন্তু কিছু নওমুসলিম তাদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পৈতৃক সম্পত্তি সব কিছু যখন ছেড়ে আসে তখন আমাদের উচিৎ তাদেরকে মক্কার মুহাজিরদের ন্যায় মনে করে তাদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া।

(২) মনের সংকীর্ণতা দূর করা এবং মনকে যথাসম্ভব প্রশস্ত করা। অন্যকে সাহায্য করতে হলে মনের সংকীর্ণতা দূর করতেই হবে। জীবনের সফলতার জন্য এসব গুণ অপরিহার্য।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ط وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

- تغابن - ١٦

অনুবাদ ৯। যথা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করে চল, কথা শোন আর অনুসরণ কর। নিজের ধনমাল ব্যয় কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে ব্যক্তি নিজের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পেল সেই হলো সফলকাম।

শব্দার্থ ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ – আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর। مَا اسْتَطَعْتُمْ – যতদূর সম্ভব। وَاسْمَعُوْا – এবং তোমরা শোন। وَاَطِيْعُوْا – এবং অনুসরণ কর। وَاَنْفِقُوْا – এবং অর্থ ব্যয় কর। خَيْرًا – উত্তম (এখানে خَيْرًا অর্থ ধন-মাল) لِاَنْفُسِكُمْ - তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। وَمَنْ – এবং যে বা যারা। يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ – রক্ষা পেল মনের সংকীর্ণতা থেকে। اَلْمُفْلِحُوْنَ - সফলকাম।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করার অর্থ হলো জীবনের প্রতিটি দিকে ও বিভাগে মানুষ কোন না কোন নীতি অবলম্বন করে চলে। সে ক্ষেত্রে যারা পরকালে সফলকাম হতে চায় তারা আর অন্য কোন নীতিই অবলম্বন করতে পারবে না। তারা চলবে শুধু আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করে। এর ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দেখুন।

(১০) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - الاعراف - ٨

অনুবাদ ১০। আর সেদিন নিশ্চিতই ওজন সত্য ও সঠিক হবে। (সেদিন) যাদের (নেকের) পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

শব্দার্থ ঃ وَالْوَزْنُ - এর ওজন। يَوْمَئِذٍ - সেই দিন। الْحَقُّ - সত্য ও সঠিক। فَمَنْ - অতঃপর যার। ثَقُلَتْ - ভারী হবে। مَوَازِيْنُهُ - তাদের পাল্লা। فَاُولَٰئِكَ هُمُ - অতঃপর তারাই হবে। الْمُفْلِحُوْنَ - সফলকাম।

ব্যাখ্যা ঃ কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহর সঠিক ও নিখুঁত মাপ যন্ত্রে ধরা পড়বে কে কি পরিমাণ ভাল কাজ করেছে। যার জীবনে আল্লাহকে ভয় করে চলারনীতি অবলম্বন করে চলার ভাগ বেশি হবে এবং মৃত্যুটাও শেষ পর্যন্ত খাতেমা বিল খাইর হবে সে পরকালে কল্যাণ লাভ করবে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - الاعراف - ١٥٧

www.pathagar.com

অনুবাদ ১১।। (অতএব আজ এ রহমত তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই উম্মী নবী রাসূলে পায়রবী করবে। যার উল্লেখ রয়েছে লিখিত ভাবে তাদের নিকট তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলে। তিনি তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন। তাদের জন্য পাক জিনিসসমুহ হালাল করেন এবং নাপাক জিনিসসমূহ হারাম করেন। আর তাদের উপর থেকে সেই বোঝা সরিয়ে দেন যা তাদের উপর চাপানো ছিল এবং সেই বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেন যাতে তারা বন্দী হয়েছিল। অতএব, যে সব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তাঁর সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

শব্দার্থ : اَلَّذِيْنَ যারা। يَتَّبِعُوْنَ অনুসরণ করবে। اَلنَّبِىَّ الْاُمِّىَّ উম্মী নবী। (ইয়াহুদীরা রাসূল (স)-কে উম্মী নবী বলত। আল্লাহও তাদের ভাষায় উম্মী নবী বললেন। উম্মী শব্দ থেকে অশিক্ষিত বর্বর ইত্যাদি ধরনের নীচু মানের ব্যক্তিদের বুঝান হত। ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে খুব উচ্চ মানের এবং অন্যান্যদেরকে নীচু মানের মনে করত। এমন কি জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও ইয়াহুদীদের সঙ্গে উম্মীদের সম অধিকার স্বীকার করা হত না। যাদের এ ভাবে ঘৃণা করত আজ তাদেরই অধীন হয়ে তাদেরকে নেতা মেনে চলার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ বলেছেন তোমাদের ধারণায় যিনি উম্মী আজ তাকেই নেতা মেনে চলতে তোমরা বাধ্য হচ্ছ। আর সেভাবে চললেই তোমাদের মুক্তি; নইলে নয়।)

اَلَّذِىْ – যা। يَجِدُوْنَهٗ – তারা তা পাবে। مَكْتُوْبًا – লিখিত অবস্থায়। عِنْدَهُمْ – তাদেরই নিকট। فِى – মধ্যে। اَلتَّوْرٰةِ – তাওরাতে। وَالْاِنْجِيْلِ – এবং ইঞ্জিলে। يَاْمُرُهُمْ – তিনি তাদের হুকুম করেন। بِالْمَعْرُوْفِ – ভাল কাজের প্রতি। وَيَنْهٰهُمْ – এবং তাদের বিরত রাখে। عَنِ الْمُنْكَرِ – মন্দ কাজ হতে। وَيُحِلُّ لَهُمْ – আর তাদের জন্য হালাল করে দেন। طَيِّبٰتِ – পবিত্র জিনিস। وَيُحَرِّمُ –

এবং হারাম করে দেন। عَلَيْهِمْ – তাদের উপর। الْخَبٰئِثَ – অপবিত্র জিনিস। يَضَعُ – হটিয়ে দেন। عَنْهُمْ – তাদের থেকে। اِصْرَهُمْ – তাদের বোঝা। وَالْاَغْلٰلَ – এবং বন্ধনসমূহ। الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ – যাতে তারা বন্দী ছিল। الَّذِيْنَ – যারা বিশ্বাস করল। بِهٖ – উহার প্রতি। اٰمَنُوْا عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ – সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। (দুইটাই প্রায় সমঅর্থবোধক শব্দ।) وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ – অনুসরণ করবে আলোর। اُنْزِلَ مَعَهٗ – নাযিল করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। اُولٰٓئِكَ – তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ – কল্যাণ প্রাপ্ত ব্যাক্তি।

ব্যাখ্যা : এখানে নূরের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল কুরআনের আলো বা হেদায়াত। আল কুরআনে যে জীবন ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তা সকল প্রকার বাতিল জীবন ব্যবস্থার মুকাবেলায় আলো স্বরূপ। অতএব সেই আলোর অনুসরণ করার অর্থই হলো গোটা কুরআনী আইন কানুন ও বিধি বিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা।

(١٢) لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - المجادلة - ٢٢

অনুবাদ ১২। তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যারা বিশ্বাসী তারা এমন লোকদেরকে ভালবাসবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। তা তাদের পিতাই হোক বা তাদের পুত্রই হোক কিংবা তাদের ভাই হোক অথবা তাদের বংশ

www.pathagar.com

পরিবারের লোক হোক। এরা সেই লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা রূহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও সন্তুষ্ট তাঁর (আল্লাহর) প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

শব্দার্থ ঃ لَاتَجِدُ – এমন কখনও দেখতে পাবে না। قَوْمًا – সেই সম্প্রদায়কে। يُوَادُّوْنَ – তারা ভালবাসবে। مَنْ – যে যারা। حَادَّ – বিরোধিতা করে। لَوْكَانُوْا – যদিও তারা হয়। اٰبَاءَ هُمْ – তাদের পিতা। اَوْ – অথবা। اَبْنَاءَ هُمْ – তাদের পুত্র।
عَشِيْرَتَهُمْ – তাদের বংশ পরিবারের লোক। اِخْوَنَهُمْ – তাদের ভাই। كَتَبَ – লিখে দিয়েছেন। (এখানে এর অর্থ হবে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন। فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ – তাদের অন্তরে ঈমানকে। وَاَيَّدَهُمْ – এবং তাদের সাহায্য করেছেন। بِرُوْحٍ – রুহ দ্বারা। مِنْهُ – তাঁর পক্ষ থেকে। يُدْخِلُهُمْ – তাদের প্রবেশ করাবেন। خٰلِدِيْنَ فِيْهَا – তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। رَضِىَ اللّٰهُ – আল্লাহ রাজী। عَنْهُمْ – তাঁদের প্রতি। وَرَضُوْا – এবং তাঁরাও রাজী। عَنْهُ – তাঁহার (আল্লাহর) প্রতি। حِزْبُ – দল। حِزْبُ اللّٰهِ – আল্লাহর দলের লোক।
اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – জেনে রেখ, যারা আল্লাহর দলের লোক শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে সত্যিকার অর্থে যারা ঈমানদার তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুবই উত্তম ভঙ্গিমায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

(১) যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের এমন কোন লোকের সাথে ভালবাসা থাকতেই পারে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে

বিরোধিতা করে। তা সে পিতা হোক, পুত্র হোক বা বংশের যে কোন আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন। কারণ যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে তাদের পথ হলো দোযখ মুখী। আর যারা ঈমানদার তাদের পথ হলো বেহেশত মুখী। কাজেই তারা দুই জন বিপরীতমুখী পথের পথিক হয়ে যেমন এক সঙ্গে চলতে পারে না, তেমন তাদের মধ্যে কোন মিল-মহব্বতও গড়ে উঠতে পারে না। যেমন, মনে করুন ঢাকা শহরের একই বাড়ি থেকে পিতা এবং পুত্র রওয়ানা করল দুই দিকে। কেউ যাবে কুমিল্লার দিকে আর কেউ যাবে পাবনার দিকে। এখন বলুন এরা দুই জন যদি এক সঙ্গে যেতে চায় তবে তা পারবে কি? তা পারা যেমন কোন প্রকারেই সম্ভব নয় তেমন পিতা পুত্র দুইজনের একজন যদি যেতে চায় বেহেশতের পথে আর একজন যদি যেতে চায় দোযখের পথে তাহলে কোন প্রকারেই তারা এক সঙ্গে চলতে পারে না। তবে পিতা-পুত্র যদি একান্তই এক সঙ্গে চলতে চায় তা হলে যে কোন একজনের গন্তব্য স্থল পাল্টাতে হবে। হয় দুই জনকেই চলতে হবে দোযখের পথে নইলে দুই জনকেই চলতে হবে বেহেশতের পথে। তবেই এক সঙ্গে চলা সম্ভব হবে এবং দুইজনের মুহাব্বতও বহাল থাকা সম্ভব হবে।

আমরা আরও একটা উদাহরণ এভাবে দিতে পারি যে, মনে করুন এক পক্ষে ইরানী বাহিনী যারা চায় যে ইরাকী বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে অপর পক্ষে ইরাকী বাহিনী যারা চায় যে ইরানী বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে, এই দুই দলে পিতা ও পুত্র ভাগ হয়ে যেতে পারে না। আর যদি তা যায়ও তবে এক জনের প্রতি অপর জনের মুহাব্বত থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি পিতা ও পুত্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে কেউ বেহেশতের পথে আর কেউ দোযখের পথে যাওয়া উচিৎ নয়। আর যদি একান্ত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়ই তা হলে তারা এক সঙ্গে চলবে এটা যেমন যুক্তি বিরোধী তেমন একে অপরকে ভালবাসবে আর চলবে দুইজন দুই দিকে, এটাও তেমনই যুক্তি বিরোধী। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন, দুই পথের পথিক যদি পিতা পুত্র সম্পর্কেরও হয় তবুও তাদের মধ্যে মুহাব্বত বজায় থাকতে পারে না। কারণ তাদের মনের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর দুই বিপরীত মেরু বিন্দুতে দুই জন দাঁড়ালে তাদের যেমন সবই উল্টা হয়ে যায় তেমন দোযখী ও বেহেশতীদের সবই হয়ে যায় উল্টা। কেউ উত্তর মেরুতে দাঁড়ালে তার যেটা উপর দিকে, দক্ষিণ মেরুতে দাঁড়ান ব্যক্তির সেটা নিচু দিক, আবার উত্তর মেরুতে দাঁড়ালে সেখানে সূর্যকে দেখা যাবে বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে আর দক্ষিণ মেরু থেকে দেখা যাবে সূর্য ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে। এভাবে দুই জনেই দেখবে একে অপরের বিপরীত। ঠিক তেমনই বেহেশতী এবং দোযখী প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ দেখবে একে অপরের বিপরীত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন মুহাব্বত হতেই পারে না।

যারা ঈমানের দৃঢ়তা দ্বারা এই নীতি বহাল রাখতে পারে (১) তাদেরকেই আল্লাহ তার পক্ষ থেকে এমন একটা অতিরিক্ত রূহ দান করেন যা তাদের ঈমানী শক্তিকে অত্যন্ত মজবুত করে দেয়। আর তাদেরকে বলা হয়েছে–

(২) তারা হেজবুল্লাহ অর্থাৎ তারা আল্লাহর দলের লোক। কাজেই যারা আল্লাহর দলের লোক আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ তো পাবেই। কল্যাণ তারা ছাড়া আর কে পেতে পারে? আর তিন নম্বর হচ্ছে–

(৩) যারা আল্লাহর দলের লোক তারা কখনই আল্লাহ বিরোধী কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। তারা তাদের জানকে আল্লাহর দ্বীনের মোকাবিলায় খুবই তুচ্ছ মনে করে। কাজেই যদি এমন অবস্থা আসে যে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করতে গিয়ে যদি দেখে যে, যে অবস্থায় ইমাম হুসাইন (রাঃ) জীবন দান করেছিলেন সেরূপ অবস্থা আমাদের সামনে যদি এসে যায় তখন আল্লাহর দলের লোক নিজের জীবন দান করেও আল্লাহ যাতে রাজী খুশি সে কাজ তারা করবেনই। কাজেই তাদেরই কথা বলা হয়েছে আল্লাহও তাদের উপরে খুশী এবং তারাও আল্লাহর উপর খুশী এবং তারাই পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভের অধিকারী।

(١٣) وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - البقرة - ١٧٩

অনুবাদ ১৩। আল্লাহকে ভয় কর বা আল্লাহকে ভয় করার নীতি

www.pathagar.com

অবলম্বন কর। তাহলে সম্ভাবনা আছে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে)

(١٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - ال عمران - ١٣٠

অনুবাদ ১৪। ওহে বিশ্বাসীগণ। চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর তাহলে সম্ভাবনা আছে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

(١٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - ال عمران- ٢٠٠

অনুবাদ ১৫। হে বিশ্বাসীগণ। ধৈর্য্য ধারণ কর। বাতিলপন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয় ভাব প্রদর্শন কর। সত্যের খেদমতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর। আশা করা যায় তোমরাই কল্যাণ লাভ করবে।

(١٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ المائدة - ٣٥

অনুবাদ ১৬। হে বিশ্বাসীগণ। আল্লাহকে ভয় করে চল। তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে চরম চেষ্টা সাধনা বা জিহাদ কর। সম্ভাবনা আছে তোমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করার অর্থ হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হবে তা যেন ইসলাম সমর্থিত হয়। আর যদি না হয় বা সমাজে যদি আল্লাহ বিরোধী আইন কানুন থাকে যে আইন মেনে চললে আল্লাহকে ভয় করার নীতির উপর থাকা হয় না বরং আল্লাহকে উপেক্ষা করে চলা হয় (যেহেতু আল্লাহকে উপেক্ষা করে চললে নাজাত নেই) তবে চেষ্টা কর কি করে আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করা যায়। এতে যদি চরম চেষ্টাও করা লাগে কিংবা যদি জিহাদও করা লাগে তবে করবে। তাহলে পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা আছে; নইলে নয়।

www.pathagar.com

অনুবাদ ২১।। হে বিশ্বাসীগণ তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের দাসত্ব কর এবং নেক কাজ কর। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে।

ব্যাখ্যাঃ 'রবের দাসত্ব কর' বলার অর্থ হল এই যে, নামায রোযা থেকে শুরু করে যে কাজ করলে আল্লাহর নির্দেশ মানা হবে তা সবই এই একটিমাত্র কথার মধ্যে শামিল রয়েছে। আর নেক কাজের অর্থ হল যে কাজটাই ভাল কাজ বলে পরিগণিত হবে সেইটাই করতে হবে কল্যাণ লাভের জন্য। সাধারণতঃ ভাল কাজ বা নেক কাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখান যায়। যথা--

(১) মানুষ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যেটাকেই ভাল কাজ বলে জানে, সেগুলি করে যাওয়া।

(২) অপরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও অপরকে দিয়ে ভাল বা নেক কাজ করান।

(৩) যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

(৪) যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে অন্যদেরকে বিরত রাখা।

(৫) সমাজে যত প্রকার অন্যায় কাজ চালু আছে তা সমাজ থেকে তুলে দেয়া এবং সেখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এইগুলিই হচ্ছে কল্যাণ লাভের পথ।

(২২) وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○ النور - ٣١

অনুবাদ ২২।। হে মোমেন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে তওবা কর। সম্ভাবনা আছে তোমরাই কল্যাণ লাভ করবে।

ব্যাখ্যাঃ তওবা অর্থ কিন্তু শুধু ক্ষমা চাওয়া নয়, ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোনাহের পথ থেকে নেকীর পথে ফিরে আসা। আর চলার পথ পরিবর্তন না করে তওবা করলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় তা একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝানোর চেষ্টা করছি। মনে করুন আপনি ঢাকা থেকে চাটগাঁয় যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা প্রাইভেট কার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনার পথ চেনা নেই। একজনকে পথ জিজ্ঞেস করলেন এই বিশ্বাসে যে তিনি সঠিক পথ বলে দিতে পারবেন। তিনি একটা রাস্তাও দেখালেন। আপনি সেই রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে প্রায়

www.pathagar.com

৪০ মাইল পথ চলে দেখলেন একটা বাস টারমিনাল। সেখানে থেমে যদি ঐখানের কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আমি তো চাটগাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। আমার কি চাটগাঁর পথে যাওয়া হচ্ছে? তিনি যদি বলেন যে আপনি তো ভুল করে উল্টা দিকে চলে এসেছেন। এটা তো মানিকগঞ্জ। এ পথ তো খুলনা, যশোর ও উত্তর বঙ্গে যাওয়ার পথ। তখন আপনি অনুতপ্ত হলেন, মনে মনে ভুল স্বীকার করলেন এবং ১০০ বার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন যে, আমার ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমি এখন চাটগাঁর দিকে ফিরছি— আমার ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমি এখন চাটগাঁর দিকে ফিরছি। এভাবে ১০০ বার হাজার বার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার পরও যদি আপনি যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই গাড়ী চালাতে থাকেন তাহলে কি—

(১) হাজার হাজার বার মুখ দিয়ে বললেন 'চাটগাঁর দিকে ফিরছি।' এ বলায় কোন লাভ হবে? এবং

(২) যখনই বললেন চাটগাঁর দিকে ফিরছি তখনই যদি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মোড়টা পরিবর্তন করে নিতেন তাহলে কি হাজার হাজার বার ফিরছি বলা লাগতো?

ঠিক তেমনই যে সব নিয়ম-নীতি বা আইন-কানুন মেনে আমরা জীবন যাপন করছি এটা যদি সঠিক পথ না হয় তবে সঠিক পথের দিকে ফিরছি এটা মুখে স্বীকার করার নাম 'তওবায়ে ইস্তিগফার পড়া' আর সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের মোড় পরিবর্তন করে আল্লাহকে ভয় করে চলার পথ অবলম্বন করা, সেই পথে চলতে থাকা এবং কখনই পাপের পথে ফিরে না আসা এরই নাম 'তওবা করা।' সেই তওবাই এখানে করতে বলা হয়েছে। কাজেই এ তওবা এমন নয় যে প্রত্যহ হাজার বার করে আল্লাহর কাছে বললাম যে আল্লাহ আমি তোমার দিকে ফিরছি কিন্তু আসলে ফিরছি না— যে দিকে যাচ্ছিলাম সেই দিকেই যাচ্ছি—এর নাম তওবা নয়।

(২৩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ الجمعة - ١٠

www.pathagar.com

অনুবদ ২৩।। অতঃপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীর যমীনে (ব্যবসা বাণিজ্যে, ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায়, অফিস আদালতে, যেখানে যার কর্মস্থল রয়েছে সেখানে) ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর আর আল্লাহকে খুব বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাক। তাহলে সম্ভাবনা আছে যে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতের নির্দেশ থেকে একটি দোয়া তৈরী হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ বললেন, নামায শেষ হওয়ার পরে তোমরা তোমাদের কর্মস্থলে ছড়িয়ে পড় وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ) এই জন্যেই আমরা যখন নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি তখন আল্লাহকে বলি যে, আল্লাহ্ তোমার নির্দেশক্রমে যার যার কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছি আর তুমি শিখিয়েছ তোমার فَضْل বা অনুগ্রহ সন্ধান করতে তাই সেই যাওয়ার সময় তোমার নিকট চাচ্ছি যে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা।)

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার অতিরিক্ত অনুগ্রহ চাচ্ছি যেন আমাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে পারি। এ ছাড়া এর মধ্যে আরও একটা দিক রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, জুমার আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ কাম ফেলে ও বেচা কেনা ছেড়ে দিয়ে মসজিদে আসতে হুকুম করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন রয়ে যায় যে তাহলে শুক্রবারে আর কি দোকানপাট খোলা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে রুজী রোজগারের ও উৎপাদনের লক্ষ্যে কোন কাজ কি করা যাবে না? তারও উত্তর এসে গেল এই আয়াতের মাধ্যমে। বলা হল হাঁ, তা পারবে। কাজেই এখানকার এই নির্দেশ অর্থাৎ— فَانْتَشِرُوا তোমরা কাজের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়ে পড় এটাকে হুকুম অর্থে না ধরে অনুমতি অর্থে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ শুক্রবারে যে ক্ষেত খামারে বা অফিসে যেতেই হবে তা নয়, কিন্তু যদি কেউ যায় তবে তার জন্যে অনুমতি রইল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

اِتَّقُوا اللّٰهَ এর অর্থঃ আল্লাহকে ভয় কর

اِتَّقُوا اللّٰهَ শব্দ সম্বলিত ২৩ টি স্থানের ৮টিতেই مُفْلِحُوْنَ ও تُفْلِحُوْنَ কথাটি রয়েছে। এ ছাড়াও আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি রয়েছে। তাই অত্র বইয়ের পরিশিষ্ট হিসাবে اِتَّقُوا اللّٰهَ কথাটির উপর কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি। এর শাব্দিক অর্থ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর।

আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বনের অর্থ হল—এই জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে জীবন যাপনের জন্য এমন একটা নীতিমালা তৈরী করে নেয়া যে নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করলে আল্লাহ খুশী থাকবেন। যেমন—

(১) আমাকে সংসার চালাতে হলে টাকা-পয়সা দরকার। এ টাকা আমাকে যেভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে। এখন আমি বিভিন্ন পন্থায় তা কামাই করতে পারি। আমি কল-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে মজুর খেটে টাকা কামাই করতে পারি। যদি তা করি তাহলে আমাকে দেখতে হবে সেখানে কি ভাবে কাজ করলে আল্লাহ বেজার। দুনিয়ার কোন মানুষ হয়ত দেখলনা যে আমি কাজে ফাঁকি দিচ্ছি কিনা, কিন্তু আল্লাহ তা দেখছেন। যদি আল্লাহকে ভয় করার নীতি মেনে চলি তাহলে নিশ্চয় কাজে ফাঁকি দেব না। আর আল্লাহকে ভয় না করলে অবশ্যই ফাঁকি দেব।

(২) মনে করুন আমি একজন শিক্ষক। আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করি তাহলে স্কুলে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে একবার স্কুল থেকে বেতন নেব, পুনরায় ঐ ছাত্রকেই প্রাইভেট পড়িয়ে আরেক বার তার কাছ থেকে টাকা কামাই করব। আর যদি আল্লাহকে ভয় করি তা হলে স্কুলেই এমন ভাবে পড়াব যেন আর তাকে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়তে না হয়।

(৩) মনে করুন আমি কোন অফিসার। আমার নিকট মানুষ বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। আমি যদি আল্লাহকে ভয় করার ধার না ধারি তা হলে ছয় মাসের মধ্যেও একটা ফাইল টেবিলের নিচ থেকে উপরে উঠবে না যতক্ষণ না কিছু

www.pathagar.com

মেলে। আর আল্লাহকে যদি ভয় করি তাহলে ছ'মাস নয়; ছ মিনিটের মধ্যেই ফাইল টেবিলের উপর উঠে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে ফেলব।

(৪) অথবা মনে করুন আমি ব্যবসায়ী। আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করি তা হলে কে বাঁচল কে মরল কে ঠকল কে জিতল এটা আমি দেখব না। আমি চিনির দাম বেশী দেখলে তার সঙ্গে এমন জিনিসও মিশিয়ে ফেলতে পারি যা দেখতে চিনির মত দেখা যায়। কিংবা যে কোন প্রাণ রক্ষাকারী ঔষধ হোক বা যে কোন এমন জিনিস হোক যা নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের ব্যবহার যোগ্য নেই তা বিক্রি করেও টাকা আয় করতে পারি। আর যদি আল্লাহকে ভয় করি তা হলে নিশ্চয়ই তা পারবনা।

(৫) অথবা মনে করুন সরকারের আমি একজন উচ্চ পদস্থ নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তা। আমাকে দেয়া হল কোথাও রিলিফ বন্টন করতে। আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করি তা হলে নিশ্চয়ই তার মধ্যে আমার একটা ভাগ বসাব। আর যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করি তা হলে তার এক কণা পরিমাণও আত্মসাৎ করব না।

(৬) অথবা মনে করুন আমি একজন ঠিকাদার। একটা রাস্তা তৈরী করে দেয়ার জন্যে সরকারের কাছ থেকে ঠিকাদারী নিয়েছি। আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করি তা হলে ঐ রাস্তার মেরামতের কাজ আবার এক বা দুই বছর পরেই যেন পাই সে ব্যবস্থা করব। টাকা ৫০% পারসেন্ট না বাঁচলেও ৪০% পারসেন্ট বাঁচানোর চেষ্টা করব। এতে দো তরফা লাভ দেখব, এক হল প্রথম বারের লাভ। আর হল ২ বছর পরেই ঐ রাস্তার কাজ পুনরায় পাওয়ার লাভ। আর যদি আল্লাহর ভয় থাকে তা হলে অবৈধ লাভ আমি করতে পারব না এবং রাস্তা ২ বছর পরে অকেজোও হবে না।

(৭) অথবা মনে করুন আমি একজন যে কোন বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা । আমি যদি আল্লাহকে ভয় করে চলি তা হলে আমার দ্বারা জনগণের কল্যাণ হবে। আর যদি আল্লাহকে ভয় না করে চলি তা হলে সমাজকে ধ্বংস করার কাজও আমার দ্বারা হয়ে যেতে পারে।

(৮) অথবা মনে করুন আমি একজন দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আইন তৈরী করা ও বাতিল করার ক্ষমতা আমি রাখি। আমি যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করি তা হলে আমার দ্বারা এমন কিছুই হতে পারবে না যা ইসলামী আইনের খেলাফ। আমি যেমন একদিকে পারব না জাতীয় অর্থ ভান্ডার হতে নিজের জন্য এক কপর্দকও ভোগ করতে। তেমন পারব না এমন

www.pathagar.com

কোন আইন করতে যে আইন আল্লাহর আইনের সঙ্গে টক্কর লাগাবে। আর যদি আল্লাহকে ভয় না করি তাহলে আল্লাহর আইন বাতিল করতেও পারব এবং পারব দরকার হলে ইসলামের কথা যে বলবে তার গলা চেপে ধরতে। পারব মদমাতালির সয়লাব করাতে। পারব বেশ্যাবৃত্তির প্রসার ঘটাতে। পারব সরকারী অর্থ দিয়ে নিজের জন্যে এই পৃথিবীতেই সাদ্দাদের বালাখানার ন্যায় বালাখানা গড়তে। কিন্তু এধরনের চোরা পথে কিছুই করতে পারব না যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করি।

(৯) অথবা আমি যদি সমাজের মধ্যে দ্বীনদার লোক হিসাবে পরিচিত হই এবং আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করি তাহলে চিন্তা করে দেখব, সমাজের লোক যে আইন কানুন মেনে চলছে তাতে কি তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে? যদি তা না পায় তাহলে এই মুহূর্তে আমার কি করা দরকার তা চিন্তা করতে হবে এবং রাসূলের জীবনী থেকে তার শিক্ষা লাভ করতে হবে যে, এরূপ অবস্থায় তিনি কোন পথ অবলম্বন করেছিলেন। আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। আমাকে কোন ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকতে হবে। ইসলামী আইন সমাজে বহাল করার জন্য যতদূর সম্ভব সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। দরকার হলে মাল ও জানের কুরবানী করতে হবে।

(১০) অথবা আমি যদি হই আইনজীবী বা বুদ্ধিজীবী, এ অবস্থায় যাদি আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করি তাহলে অবশ্যই আমি বুঝব যে আমার একার ভুল পথে চলার অর্থ হল গোটা দেশের লোককে ভুল পথে তুলে দেয়া। কাজেই তারা আল্লাহকে ভয় করলে প্রতি নিয়তই চিন্তা করবেন এই মুহূর্তে দেশের জনগণ আমাদের নিকট কি চায়, রাষ্ট্র কি চায়, বর্হিবিশ্ব কি চায়, আর আল্লাহ কি চান। তারা যদি সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন তাহলে এই সমাজকেই তারা বেহেশতি সমাজে পরিণত করতে পারেন। এ ভাবে আমরা সমাজের যে যেখানে আছি সে সেখানে থেকেই যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করে চলি তাহলে সমাজটাও হতে পারে পূর্ণ ইসলামী সমাজ এবং আমরাও হতে পারি আল্লাহর দলের লোক এবং পরকালে পরিত্রাণ ও কল্যাণ লাভের অধিকারী। আশা করি আমরা কুরআনের এ সব শিক্ষা গ্রহণ করব এবং নিজের স্বার্থেই পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের পথে চলতে সচেষ্ট হব।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাঁদের জন্য

০ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান
০ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
০ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
০ যারা আরবী ভাষা জানেন না অথচ কুরআন বুঝতে চান।
০ যারা তাফসীর মাহফিলে শরীক হবার সুযোগ পান না।
০ যারা খতীব মুবাল্লিগ—যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য

০ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
০ সরল অনুবাদ ও শব্দের অর্থ।
০ সহজবোধ্য ভাষায় অকল্পনীয় ও অকাট্যযুক্তি।
০ নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

০ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার করা।
০ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের প্রণীত আমাদের প্রকাশিত দারসে কুরআন সিরিজ

১। সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা	২০.০০
২। আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য	১০.০০
৩। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা	১৫.০০
৪। প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী	১২.০০
৫। কুরবাণীর শিক্ষা	১০.০০
৬। ঈমানের দাবী ও মুমিনের পরিচয়	২৫.০০
৭। কেসাস অসিয়াত ও রোযা	১০.০০
৮। অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা	১০.০০
৯। ইসলামী দণ্ডবিধি	১০.০০
১০। মিরাজের তাৎপর্য	২০.০০
১১। পর্দার গুরুত্ব	২০.০০
১২। বান্দার হক (হুকুকুল ইবাদ)	১২.০০
১৩। ইসলামী জীবন দর্শন	১৫.০০
১৪। মহাশূন্যে সবই ঘুরছে	২০.০০
১৫। নাজাতের সঠিক পথ	২০.০০
১৬। ইসলামে রাজদণ্ড	১০.০০
১৭। যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব	৬০.০০
১৮। রাসূলুল্লাহর বিদায়ী ভাষণ	১৫.০০
১৯। সূরা ইখলাসের হাকীকত	১৫.০০

সিরিজ বহির্ভূত বই-

০ সাওয়াল জওয়াব ৪খণ্ড একত্রে (বোর্ড বাধাই)	৯০.০০
০ কালেমার হাকীকত	২০.০০
০ বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান	২০.০০
০ কবরের সওয়াল জওয়াব	১৫.০০
০ অমুসলিমদের প্রতি-মহাসত্যের ডাক	২০.০০
০ স্মারক পত্র	৬.০০
০ বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম মুকীম না মুসাফির	৬.০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫